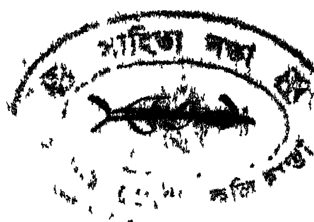
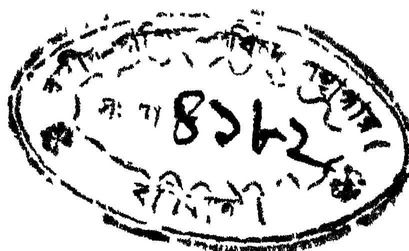




বৈদেহী-বিবাহ।

বাগবাজার মডেল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের

ইতিহাসাধ্যাপক

শ্রীশশধর গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত।



NUNDO LALL CHATTERJIE.

Publisher & Bookseller,

31 CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

1890.

PRINTED BY CHATTERJIE & CO.,

RATNA PRESS, 12/1 RAMKISSEN DAS'S LANE, BADOORBAGAN,

CALCUTTA.

মাননীয়

শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের

করকমলে

এই গ্রন্থখানি

সাদরে

উপহার প্রদত্ত হইল।

ভূমিকা।

আদিকবি মহাত্মা বাল্মীকি ও ঋষিশ্রেষ্ঠ মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ভারতবর্ষে দুইটী প্রশস্ত পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। যতদিন জগতে মনুষ্যজাতি বর্ত্তমান থাকিবে, যতদিন পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে, এমন কি যতদিন সূর্য্যদেব জ্যোতিঃ প্রদান করিবেন, ততদিন উক্ত মহাত্মাগণের নাম ভারতবক্ষে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। যিনি যেরূপে সাহিত্য-মাল্য রচনা করুন না কেন, তাহার অধিকাংশ পুষ্পই এতদুভয়োদ্যানের একটী না একটী হইতে সংগৃহীত। বিশেষতঃ মহাত্মা বাল্মীকিকৃত উদ্যানে মধুচক্র পর্য্যন্ত রচিত হইয়াছে এবং অন্যান্য অধিকাংশ মাল্য-পুষ্পই তদীয় বিখ্যাত উদ্যানপ্রসূত। এমন কি, নূতন পুষ্প তথায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বহু অনুসন্ধানের পর একটী মিলিল বটে কিন্তু উপযুক্ত মালাকরের হস্তে পতিত হয় নাই বলিয়া, সুন্দরমালা ত গ্রথিত হইলই না, বরং পুষ্পটী ম্লান হইয়া গেল।

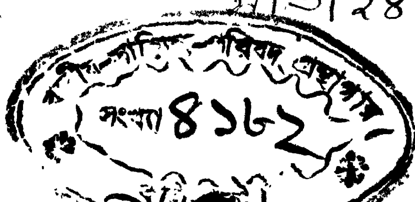
সাহিত্য একটী অতি গুরুতর বিষয়, এতৎপ্রণয়নে বিশেষ বিদ্যা, বুদ্ধি ও বহুদর্শিতার প্রয়োজন। রামায়ণ হইতে যে সমস্ত সাহিত্য প্রণীত হইয়াছে, তৎসমস্তেরই প্রণেতৃগণ অসীম বিদ্যা, বুদ্ধি ও বহুদর্শিতাসম্পন্ন, এবং তাঁহারা স্ব স্ব রচিত গ্রন্থ দ্বারাই বিখ্যাত হইয়াছেন। আমার সেরূপ বিদ্যা, বুদ্ধি বা বহুদর্শিতা কিছুই নাই, কেবল উচ্চাভিলাষ আছে। সেই উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়াই আমি এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিলাম। আশা আছে, ইহা স্কুলপাঠ্য হইবে। আরও একটী আশা আছে। মনে মনে ভাবিয়াছি যে, রামবনবাস, রামের রাজ্যাভিষেক, এবং সীতার বনবাস পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ লেখকগণ কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু রামের জন্মাবধি বিবাহ পর্য্যন্ত সাহিত্যাকারে কোন বিভিন্ন গ্রন্থ অদ্যাপি রচিত হয় নাই। যদি এই গ্রন্থখানি রচনা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে এই গ্রন্থগুলি একত্রে একখানি অত্যুৎকৃষ্ট ও প্রকাণ্ড সাহিত্য হইবে, এবং তাহাকে রামায়ণের একাংশ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই বিবেচনায় প্রথমতঃ বৈদেহী-বিবাহ নামক গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিলাম। সাধারণের মনোভাবদর্শনে অপরাংশ পরে রচনা করিবার ইচ্ছা

রহিল। ইহাতে সকলেই আমাকে উপহাস করিবেন। কিন্তু আমি যখন তাহা জানিয়াও এই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তখন আমাকে তৎসমস্তই সহ্য করিতে হইবে। এক্ষণে সর্ব্বসাধারণের নিকট সানুনয় প্রার্থনা যে, তাঁহারা উপহাস করুন তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু অনুগ্রহপূর্ব্বক ভ্রমগুলি দেখাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন; কারণ, তাহার উপর আমার ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

উপসংহারে ব্যক্তব্য এই যে, সাধারণে ইহার প্রতি বিন্দুমাত্র আস্থা প্রদর্শন করিলেও আমি শ্রম সার্থক বোধ করিয়া চরিতার্থ হইব।

আনন্দগৃহ, নলডাঙ্গা, যশোহর,
১০ই চৈত্র, ১২৯৬ সাল।

শ্রীশশধর গঙ্গোপাধ্যায়।



বৈদেহী-বিবাহ



প্রথম পরিচ্ছেদ

নরশার্দ্দূল মহারাজ দশরথ পুত্রচতুষ্টয় সহকারে অমরাবতীতুল্য অযোধ্যাপুরে বিরাজ করিতেছেন। ক্রমশঃ-বর্দ্ধিতাবয়ব-রাজতনয়গণদর্শনে অন্তঃপুরবাসিগণ হৃষ্টান্তঃকরণে কালযাপন করিতেছেন; এবং নগরবাসিগণ প্রভূত পরিমাণে আনন্দরসাস্বাদন পূর্ব্বক, সুনিয়মে শাসিত হইয়া, সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। মহারাজের শাসনগুণে রাজ্য দ্বেষ, হিংসা, ও বিদ্রোহাদি বর্জ্জিত; তাহার মধ্যে দুঃখের লেশমাত্রও নাই, সকলেই সুখে কালযাপন করিতেছে। দূর হইতে দৃষ্টি করিলেও তুষারশুভ্র সৌধমালা ও বহুমূল্য মণি-মাণিক্য-খচিত আকাশবিহারী অত্যুজ্জ্বল পতাকানিচয়দর্শনে বোধ হয়, যেন প্রকৃতিসুন্দরী কমলা সহ সহাস্যবদনে সতত সমভাবে সেই স্থানে বিরাজ করিতেছেন। সুখের সীমা নাই। ভাস্করসমতেজস্বী মহারাজ দশরথ প্রত্যহ ঊষাসমাগমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, রাজাসনে আসীন হইয়া, সভাসদ্‌বর্গ ও মন্ত্রিগণ সমভি-ব্যাহারে রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। আর যখন প্রভূত-তেজঃ-সম্পন্ন ভগবান্ মরীচিমালী ব্যোম-বিহারে

বিকলাঙ্গ হইয়া আকাশের সর্ব্বোচ্চ স্থান হইতে ধীরে ধীরে নিম্নস্থ অস্তাচল-চূড়াভিমুখে অবতরণ করিতে থাকেন, তখন তিনি চতুরঙ্গ সেনা সমভিব্যাহারে কাননমধ্যে মৃগান্বেষণে গমন করেন, এবং ভগবান্ কমলিনীনায়কের অস্তগিরিশিখরারোহণকাল পর্য্যন্ত ক্ষাত্রধর্ম্মাশ্রয়ে মৃগশশকাদি বনপশু বধ করিয়া আলয়ে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। বৈকুণ্ঠস্বামী, কমলাপতি, সচ্চিদানন্দ, ভ্রাতৃত্রয়ানুসৃত, কুমার রামচন্দ্রও পিতৃনিয়মানুসারে রাজধর্ম্মানুষ্ঠানে সতত নিরত।

একদা যখন অরুণদেব কুমুদিনীনায়ক ভগবান্ নিশানাথকে অমাত্যগণ সহ বহুক্ষণ ব্যোমবিহারে বিকসিতানন দেখিয়া, পূর্ব্বদিক হইতে রোষ-কষায়িত-লোচনে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অনুচর কিরণকে মর্ত্তলোকে প্রেরণ করিয়া, স্বীয় আগমন ঘোষণা করিতেছিলেন, এবং যখন সুরলোকপ্রতিম অযোধ্যাধামে শচীপতিসদৃশ নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ দশরথ সভাসদ্‌বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে প্রভূত-তেজঃপুঞ্জসম্পন্ন মহাযশাঃ মহর্ষি বিশ্বামিত্র মর্ত্তে বৈকুণ্ঠপতি নরনারায়ণ রামচন্দ্রকে দর্শন করিবার মানসে সভাতলে আগমন পূর্ব্বক, দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া, মহারাজকে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেন। মহারাজ দশরথও মহাযোগবলসম্পন্ন অমিততেজাঃ সর্ব্বজনধ্যেয় মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে স্বেচ্ছায় স্বভবনাগত দেখিয়া, সসম্ভ্রমে সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, পাদ্যার্ঘ্যদানে যথাবিধি মহর্ষির অর্চ্চনা করিয়া, উপবেশনাসন প্রদান করিলেন। মহর্ষি উপবিষ্ট হইলে মহারাজও কৃতাঞ্জলিপুটে নিম্নাসনে বসিয়া

শারীরিক-কুশল-শ্রবণান্তে ধীরভাবে মহর্ষির শুভাগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান্ বিশ্বামিত্র বলিলেন, মহারাজ! আপনার যশোরাশিতে সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ। সর্ব্বস্থানেই জনগণ একবাক্যে মহারাজের প্রশংসাবাদ কীর্ত্তন করিয়া মঙ্গল কামনা করিয়া থাকে। মহারাজের শাসনগুণে সর্ব্বস্থানই সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ, এবং মাদৃশ জনগণেরও আশ্রমবাসে কোন প্রকার ব্যাঘাত নাই। কিন্তু মহারাজ! আমাদিগের দৈবকার্য্যসম্পাদনকালে দুরাচার রাক্ষসগণ সময়ে সময়ে অত্যন্ত উপদ্রব করিয়া থাকে, এমন কি কোন কোন সময়ে অভীষ্ট কার্য্য সম্পন্নই হয় না। অদ্য আমি তৎপ্রতিকারোপায়প্রাপ্তিমানসে মহারাজের নিকট আগমন করিয়াছি। দৈবকার্য্যোৎপীড়ননিবারণোপায়বিষয়ে মহারাজকে মদীয় ইচ্ছায় সম্মত হইতে হইবে।

রাজা দশরথ মহর্ষির এতাবৎ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধারক্তলোচনে বলিলেন, কি? আমার রাজ্যমধ্যে দুরাচার রাক্ষসগণের অত্যাচার? তাহাতে আবার সুরলোকপূজিত ঋষিবৃন্দের দেবোদ্দিষ্ট কার্য্যে ব্যাঘাত? এখনই চতুরঙ্গসেনা সজ্জিত হইয়া, মহর্ষির সহিত গমন করিয়া, যাহাতে দুরাচার নিশাচরগণের জীবনান্ত হয়, তাহা করুক। দেব! যজ্ঞবিঘ্ননিবারণার্থ যাহা আদেশ করিবেন, এখনই করিতে প্রস্তুত আছি। চলুন, এখনই সসৈন্যে ভবদুদ্দিষ্ট স্থানে গমন পূর্ব্বক তপোবিঘ্নকারী দুরাচারগণের সমুচিত শাস্তি বিধান করিয়া আসি। রাজা দশরথের এবম্প্রকার আগ্রহাতিশয়দর্শনে বিশ্বামিত্র বলিলেন, মহারাজ! সে দুর্জ্জেয় রাক্ষসগণকে পরাজয় করা

চতুরঙ্গসেনা অথবা আপনার সাধ্য নহে। এক পুরুষোত্তম ব্যতীত সমস্ত পৃথিবীতে এমন লোক অদ্যাবধি জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি স্বীয় বিক্রমে হিমাচলসদৃশ-দুর্ভেদ্যাঙ্গ সেই রাক্ষসগণের সহিত সমরে জয়লাভ করিতে পারেন। পৃথিবীমধ্যে কেবল এক দেবারাধ্য পুরুষ আছেন, যিনি ইচ্ছা করিলে কটাক্ষে সমস্ত রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিতে পারেন, যিনি সর্ব্বতীর্থ ও যাগযজ্ঞাদির মূল, যাঁহার চরণদর্শনে জনগণ জগতের পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া পরলোকে অনন্ত সুখের অধিকারী হয়, যাঁহা হইতে এই সমস্ত বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের আদি-কারণ ও জ্ঞানের অতীত, এবং যিনি আদি, মধ্য, অন্ত, বৃদ্ধি ও ক্ষয়হীন এবং অচ্যুত, মহারাজ! কেবল সেই নররূপী ভগবান্‌ই তাহা-দিগকে বিনাশ করিতে সক্ষম। দশরথ বলিলেন, মহর্ষে! অনুকম্পাপ্রদর্শনে আমাকে সেই পুরুষপ্রধান নরনারায়ণের সন্ধান বলিয়া দিন, আমি এখনই তদীয় শ্রীচরণ ধারণ করিয়া তাঁহাকে রাক্ষসবিনাশে আনয়ন করিতেছি। দেব! বলিয়া দিন, তিনি কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। রাজা দশরথের এবম্বিধ চিত্তচাঞ্চল্য দর্শন করিয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন, মহারাজ! আপনি ধন্য! সে দেবারাধ্যচরণদর্শনের নিমিত্ত আপনাকে স্থানান্তরে গমন করিতে হইবে না। ধরণীতলে আপনার ন্যায় ভাগ্যবান্ ও পুণ্যাত্মা আর দ্বিতীয় নাই। যাঁহার যোগিধ্যেয় পরম পদ বাক্যের অগোচর, মহা-রাজ! আপনি তাঁহাকে অক্লেশে প্রত্যহ শত সহস্র বার দর্শন করিয়া নয়নান্তঃকরণের চরিতার্থতা সম্পাদন করিতেছেন;

আমরা বিজন বিপিনে বাস করিয়া শত সহস্র বৎসর তপস্যা দ্বারাও যাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে পারি না, মহারাজ! আপনি তাঁহাকে সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেছেন; জগতে আপনিই ধন্য! ইহলোকে আপনার ন্যায় পুণ্যাত্মা কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। মহারাজ! সে দেবারাধ্য পুরুষ তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র। তিনি ব্যতীত সেই অজেয় রাক্ষসগণকে পরাস্ত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। সেই জন্যই আমি সেই অন্তরের সুহৃৎ শ্রীকান্তের চরণারবিন্দদর্শনে পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবার জন্য বহ্বায়াসপুরঃসর মহারাজভবনে আগমন করিয়াছি। মহারাজ! ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ও রাজমহিষীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে আমার সহিত প্রেরণ করিতে প্রস্তুত হউন।

রাজা দশরথ মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্রের এবম্বিধ অভাবনীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, মেঘঘোরা রজনীতে প্রান্তরমধ্যস্থ বজ্রাগ্নিচকিত পথিকের ন্যায়, স্তম্ভিত হইয়া ধীরস্বরে কহিলেন, দেব! কৃপাপ্রদর্শন পূর্ব্বক ক্ষমা করুন। রাম আমার অত্যন্ত প্রিয়, প্রাণের প্রাণস্বরূপ; রামকে না দেখিয়া মুহূর্ত্তকালমাত্র জীবনধারণ করা আমার, এবং তদীয় জননী কৌশল্যার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। বিশেষতঃ রাম ও লক্ষ্মণ অতি অল্পবয়স্ক ও কোমলাঙ্গ। সেই দুর্জ্জেয় রাক্ষসগণের কঠিন শরাঘাতে যে তাহাদিগের দেহ ক্ষত বিক্ষত হইবে, তাহা আমার প্রাণে সহ্য হইবে না। আর তাহাদিগের জননীদ্বয় এই মর্ম্মভেদিনী বার্ত্তা কর্ণগোচর

করিয়াই পাগলিনীর ন্যায় হইবেন। অতএব মহর্ষে! আপনি অনুকম্পাপ্রদর্শনে এই সংকল্পটী পরিত্যাগ করুন। আপনি আর যাহা করিতে আদেশ করিবেন, আমি তৎসম্পাদনে অণুমাত্রও অনিচ্ছা প্রকাশ করিব না। রাজা দশরথের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঈষৎ ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন, মহারাজ! আপনার পৃথিবীময়ী খ্যাতি লোপ করিবেন না। আপনি এইমাত্র মৎসন্নিধানে স্বীকার করিয়াছেন যে, তপোবিঘ্ননিবারণোপায় সম্বন্ধে আমি যাহা বলিব আপনি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিবেন। অতএব সত্বর অন্তঃপুরে গমন করিয়া কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেব ও রামজননী কৌশল্যা প্রভৃতির সহিত পরামর্শকরণানন্তর আমার প্রস্তাবে সম্মত হউন, তাহা হইলে মহারাজের মঙ্গল হইবে। রাজা দশরথ বিশ্বামিত্রের এবম্প্রকার আগ্রহাতিশয়দর্শনে, কুলগুরু বশিষ্ঠ ও মহিষীগণের সহিত পরামর্শকরণমানসে, বশিষ্ঠদেবকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত সম্মুখস্থ প্রতিহারীকে আদেশ করিয়া, বিষণ্ণবদনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে, প্রধানা মহিষী কৌশল্যা তাহার এই অসাময়িক আগমন, ও অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাববৈপরীত্যদর্শনে কোন প্রভূত অনিষ্টের কারণ উপস্থিত হইয়াছে অনুমান করিয়া, ধীরকম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! আপনার এইরূপ ভাবপরিবর্ত্তন, ও অসময়ে অন্তঃপুরমধ্যে আগমন দর্শন করিয়া আমার চিত্ত অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে; বোধ হইতেছে, যেন কোন ঘোরতর বিপদ উপস্থিত। অকালকুসুম যেরূপ ভয়ানক বিপদপ্রকাশক, আপনার এবম্বিধ সময়ে, এরূপ বিষণ্ণভাবে, অন্তঃপুরপ্রবেশও

সেইরূপ ঘোরতর বিপদাশঙ্কা উপস্থিত করিয়াছে। মহারাজ! কি হইয়াছে, বলুন। প্রাণাধিক পুত্র রামচন্দ্রের ত কোন অমঙ্গল সংঘটিত হয় নাই? প্রাণতুল্য লক্ষ্মণ, ভরত, ও শত্রুঘ্ন ত শারীরিক কুশলে আছে? রাজ্যমধ্যে অকস্মাৎ কি কোন শত্রু প্রবেশ করিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছে? মহারাজ! সত্বর আপনার এরূপ আকস্মিক মনোবিকারের কারণ প্রকাশ করিয়া চিত্তচাঞ্চল্য বিদূরিত করুন। দশরথ কৌশল্যার এইরূপ ব্যগ্রতাতিশয়দর্শনে মনে করিলেন, এ সময়ে মহর্ষির আগমনকারণ প্রকাশ করিলে হয়ত মহিষী হতচেতনা হইবেন, সুতরাং এক্ষণে তাহা প্রকাশ করা অযৌক্তিক। এই স্থির করিয়া, তিনি বলিলেন, প্রিয়ে! স্থির হও। গুরুদেব বশিষ্ঠ মুনির আগমনানন্তর সমস্তই শুনিতে পাইবে। বশিষ্ঠদেবকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত এইমাত্র প্রতিহারী প্রেরিত হইয়াছে। প্রিয়ে! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর।

রাজা ও মহিষী এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে তেজঃপূর্ণ-কলেবর, ভগবান্ বশিষ্ঠদেব তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। বশিষ্ঠদেবকে সমাগত দেখিয়া, তাঁহারা উভয়ে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, গললগ্নীকৃতবাসে অভিবাদনপুরঃসর তাঁহাকে বসিতে আসন প্রদান করিলেন, এবং বশিষ্ঠদেব উপবিষ্ট হইলে, ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবেশন করিলেন। ক্ষণকাল পরে বশিষ্ঠদেব রাজা দশরথকে অসময়ে আহ্বানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দশরথ বিনীতভাবে বলিলেন, দেব! অদ্য মহর্ষি বিশ্বামিত্র সভাতলে আগমন

করিয়া বলিলেন যে, দুরন্ত রাক্ষসগণ তাঁহাদিগের যজ্ঞের সময় অত্যন্ত অত্যাচার করিয়া থাকে, তাহাতে কখন কখন অভীষ্ট কার্য্য আদৌ সম্পন্ন হয় না। তজ্জন্য তিনি তৎপ্রতীকারোপায়করণমানসে মৎ-সন্নিধানে আগমন করিয়াছেন। আমি তাঁহার সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্রোধাবেগে বলিয়াছি যে, দুরাচার রাক্ষসগণের অত্যাচারনিবারণের জন্য তিনি যে আজ্ঞা করিবেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব। তাহা শুনিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, রাম ও লক্ষণ ব্যতীত জগতে এমন লোক কেহই নাই, যিনি বাহুবলে রাক্ষসগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ; অতএব বশিষ্ঠদেবের সহিত পরামর্শ করিয়া সত্বর তাঁহাদিগকে আমার সহিত প্রেরণ করুন। দেব! আপনি ত বিশেষরূপে অবগত আছেন যে, আমি রাম ও লক্ষমণের অদর্শনে ক্ষণকালও অবস্থিতি করিতে পারি না; এক্ষণে যাহাতে সর্ব্বদিক রক্ষা হয়, এমন কোন উপায় বিধান করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। রামজননী কৌশল্যা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, চিত্তচাঞ্চল্যাতিশয্য বশতঃ পাগলিনীর ন্যায় হইলেন, এবং বশিষ্ঠদেবের চরণযুগল ধারণ করিয়া বলিলেন, দেব! রামকে না দেখিয়া আমি কিছুতেই জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। আমি কোন ক্রমেই রামকে সেই দুরাচার রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধে যাইতে দিব না। বিশ্বামিত্রের চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিয়া নয়নতারাস্বরূপ রামকে ভিক্ষা চাহিব। মহারাজ! নিশাচরদিগের তীক্ষ্ণশরাঘাতে যে আমার রামের নবনীততুল্য কোমল শরীর ক্ষতবিক্ষত হইবে, তাহা আমি প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারিব না।

মহিষীর এতাদৃশ কাতরতাদর্শনে রাজা দশরথ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তদ্দর্শনে বশিষ্ঠদেব কৌশল্যাকে সান্ত্বনা-করণমানসে কহিলেন, দেবি! ক্ষান্ত হউন। এ অতি গুরুতর ব্যাপার, বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। একেত মহর্ষি বিশ্বামিত্র অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ, তাঁহার রোষানল প্রজ্বলিত হইলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিলয়প্রাপ্ত হইবে; তাহাতে আবার মহারাজ তাঁহার সম্মুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, তপোবিঘ্ননিবারণের নিমিত্ত মহর্ষি যাহা করিতে বলিবেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিবেন। এক্ষণে মহারাজ যদি এ বিষয়ে অণুমাত্র অসম্মতি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে কোন ক্রমেই নিস্তার নাই। বশিষ্ঠের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কৌশল্যা ভয়ে একান্ত বিহ্বল হইয়া বলিলেন, গুরুদেব! আমি এখনই মহর্ষির সন্নিধানে গমন করিয়া, যেরূপে পারি তাঁহাকে এই সংকল্প হইতে নিরস্ত করিব। রাজা দশরথ মহিষীর এতাদৃশ আগ্রহাতিশয়-দর্শনে বিশ্বামিত্রকে সেই স্থলে আনয়ন করা আবশ্যক ভাবিয়া দ্বারস্থ প্রতিহারীকে সভাতলে প্রেরণ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে বিশ্বামিত্র তথায় সমাগত হইলেন। মহারাজ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথোপযুক্ত সম্মানপ্রদর্শনানন্তর মহর্ষির সহিত উপবিষ্ট হইলে, রামজননী কৌশল্যা গললগ্নীকৃতবাসে মহর্ষির চরণ ধারণ করিয়া তাঁহাকে উপস্থিত সংকল্প হইতে নিবৃত্ত হইবার নিমিত্ত অনুনয় করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র মহিষীর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, দেবি! আপনি ধন্যা! বৈকুণ্ঠপতি স্বয়ং মধুসূদন আপনার

উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনার এ বিষয়ে এবম্বিধ চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ করিবার কোনও কারণ নাই। শ্রীরামচন্দ্রের কটাক্ষে কত শত সহস্র রাক্ষসের লয় ও উৎপত্তি হয়, এবং তাঁহার নিকট তাহারা কতকগুলি কীটসদৃশ মাত্র। আপনার কোন চিন্তা নাই। রামচন্দ্র যে কি বস্তু, আপনি তাহা অবগত নহেন। ভবসন্তাপহারিণী ভগবতী সুরধুনী যাঁহার চরণপ্রান্ত হইতে জন্মলাভ করিয়া শত শত জীবের মুক্তি বিধান করিতেছেন, যাঁহার কটাক্ষে শত সহস্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয়, বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা শতযুগ আরাধনা করিয়াও যাঁহার বিন্দুবিসর্গ অবগত হইতে পারেন নাই, সনকসনাতন যাঁহাকে সর্ব্বদা সংযতচিত্তে ধ্যান করিতেছেন, ভগবান্ কৈলাসপতি মহাযোগী মহেশ্বর যাঁহার চরণপ্রাপ্তিমানসে ভস্ম-বিভূষিতাঙ্গে শ্মশানবাস শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া বিশ্বের ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়াছেন, এবং যিনি ব্রহ্মাণ্ডপতি ও অনাদি অনন্ত পরমব্রহ্ম, সামান্য কীট সদৃশ কয়েকটীমাত্র রাক্ষসে তাঁহার কি করিতে পারে? দেবি! রাম লক্ষ্মণের জন্য আপনাদিগের কিছু-মাত্র চিন্তা নাই। যদি শ্রীরামচন্দ্র পূর্ণব্রহ্মই না হইবেন, তবে পৃথিবীমধ্যে এত মহাবল পরাক্রান্ত নরপতিগণ বর্ত্তমান থাকিতে নবনীততুল্য কোমলাঙ্গ অল্পবয়স্ক বালকদ্বয়কে লইতে আসিয়াছি কেন? আপনারা নিরুদ্বিগ্নচিত্তে বালকদ্বয়কে আমার সহিত প্রেরণ করুন। তাঁহারা নিমেষমধ্যে সমস্ত রাক্ষস পরাস্ত করিয়া আমাদিগকে নিরুপদ্রব করিবেন, এবং আমরা সকলেও তাঁহাদিগের নয়নাভিরাম চরণারবিন্দ সন্দর্শন করিয়া নয়ন মনের স্বার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিব।

রাজা দশরথ ও রামজননী কৌশল্যা মহর্ষির এতাদৃশ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন বটে, কিন্তু কৌশল্যা নিরতিশয় অপত্যস্নেহ বশতঃ, রামলক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের সহিত প্রেরণ করিতে হইবে ভাবিয়া, পলায়িতবৎসা হরিণীর ন্যায় চঞ্চলচিত্তা হইলেন, এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, রাম লক্ষ্মণকে বিদায় করিতে যত বিলম্ব হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু যখন মহর্ষি নিতান্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কৌশল্যা অগত্যা বালকদ্বয়কে সুসজ্জিত করিয়া আনয়নার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং সুকুমারকায় রামচন্দ্রকে সম্মুখে দেখিয়া, ব্যগ্রতা সহকারে তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া, সবিষাদাহ্লাদিতান্তঃকরণে বারম্বার তাঁহার মুখচুম্বন ও মস্তকাঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। রামকে বিদায় করিতে হইবে ভাবিয়া কৌশল্যা অবিরলধারায় বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে, তাঁহাকে একবার কক্ষে, একবার বক্ষে, ও একবার স্কন্ধে করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র সর্ব্বান্তর্যামী হইয়াও বালক। তিনি স্নেহময়ী জননীর এরূপ অভূতপূর্ব্ব ভাবদর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হর্ষোৎফুল্ললোচনে তদীয় মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে কনিষ্ঠা মহিষী সুমিত্রা ফুল্লেন্দীবরতুল্য লক্ষ্মণকে ক্রোড়দেশে ধারণ পূর্ব্বক সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, জ্যেষ্ঠা মহিষী কৌশল্যার এবম্বিধ ভাবদর্শনে বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং অদ্যই রাম লক্ষ্মণকে রাক্ষসোপদ্রব-নিবারণার্থ বিশ্বামিত্রের সহিত তদীয় আশ্রমে গমন করিতে হইবে, শুনিয়া ভয়াকুলিতচিত্তে বলিলেন, সে কি? এই ক্ষুদ্র

বালকদ্বয় কিরূপে সেই দুর্জ্জয় রাক্ষসগণকে পরাস্ত করিবে? ইহাদিগের এমন কি শক্তি আছে যে,তদ্দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া বিশ্বামিত্র এত কঠিন কার্য্যসম্পাদনার্থ এই সুকুমারমতি বালকদ্বয়কে লইতে আসিয়াছেন? অদ্যাবধি আহার করাইয়া না দিলে ইহাদিগের পরিতৃপ্তি হয় না। রাক্ষসগণের সহিত সংগ্রাম করা দূরে থাকুক, ইহারা মহর্ষির আশ্রম পর্য্যন্ত গমন করিতেই সমর্থ হইবে কিনা, সন্দেহ। তোমরা কি ইহাতে সম্মত হইয়াছ? মহারাজের এ বিষয়ে অভিপ্রায় কি?

সুমিত্রার এবম্বিধবাক্যশ্রবণে, মেঘাচ্ছন্ন যামিনীতে ঈষৎ বিদ্যুজ্জ্যোতিপ্রকাশের ন্যায়, কৌশল্যার বিষাদকলুষিত বদনে ঈষৎ হাস্য স্ফুরিত হইল। তিনি কহিলেন, এ বিষয়ে যথেষ্ট অসম্মতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল; এবং যাহা কিছু বক্তব্য ছিল, সমস্তই বলা হইয়াছিল, কিন্তু মহর্ষি কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না; সুতরাং তাঁহার সহিত রাম লক্ষ্মণকে পাঠাইতেই হইবে। এই কথা শুনিয়া সুমিত্রা অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন বটে, কিন্তু যখন কৌশল্যা রামচন্দ্রকে প্রেরণ করিতে স্বীকৃতা হইয়াছেন, তখন তিনিও অগত্যা লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিতে সম্মত হইলেন; এবং উভয়ে বালকদ্বয়কে আহার করাইয়া উত্তমরূপ বেশভূষায় সুসজ্জিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নবজলধরসদৃশ শ্যামবর্ণ রামচন্দ্রের অঙ্গে উজ্জ্বল-মণিমাণিক্য-খচিত পরিচ্ছদস্থাপনে কি অপূর্ব্ব দর্শনই দৃষ্ট হইতে লাগিল! বোধ হইল, যেন নীল নভস্তলে অসংখ্য তারকা-রাজি বিরাজ করিতেছে; গলদেশে অত্যুজ্জ্বল হীরকহার দোলায়মান হওয়াতে বোধ হইল যেন তরঙ্গিণী রঙ্গবিরঙ্গে

তরঙ্গাবলি তুলিয়া শৈলেন্দ্রগাত্র বিধৌত করিতেছে। কর্ণে বীরবলয় ও মস্তকে বহুমূল্য সমুজ্জ্বল প্রস্তরখচিত হীরক-মুকুট সংযোজিত হইলে বোধ হইতে লাগিল, যেন ভূধরশিখরোপরি সঞ্চিত বরফরাশির উপর সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়াছে। এবম্বিধ বেশভূষাপরিধানে শ্রীরামচন্দ্রের কি অদৃষ্ট-পূর্ব্ব শ্রী বিকসিত হইল! হেমাঙ্গ লক্ষ্মণের অঙ্গেও তৎসদৃশ পরিচ্ছদদানে বোধ হইতে লাগিল যেন অসংখ্য উজ্জ্বল তারকাবলীমধ্যে প্রিয়দর্শন নিশানাথ বিরাজ করিতে-ছেন। মহিষীদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণকে এবম্প্রকারে সুসজ্জিত করিতে নিযুক্ত রহিয়াছেন, এরূপ সময়ে মহারাজ দশরথ তথায় আগমন করিয়া বলিলেন, মহর্ষি বিশ্বামিত্র কুমারদ্বয়কে লইয়া যাইতে অধিক বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, ইহাদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, অতএব সত্বর রাম লক্ষ্মণকে আমার সহিত প্রেরণ কর। কৌশল্যা ও সুমিত্রা রাম লক্ষ্মণকে এখনই বিদায় করিতে হইবে ভাবিয়া অত্যন্ত শোকাতুরা হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বারম্বার তাহাদিগের মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন; দশরথও উৎসুকচিত্তে পুত্রদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অবিরলধারায় বাস্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ রাম পূজনীয়-জনক-জননীর এতাদৃশী দশা নয়ন-গোচর করিয়া বিনম্রবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! অদ্য আপনাদিগের এরূপ ভাবান্তর লক্ষিত হইবার কারণ কি? কি নিমিত্ত আপনার নয়নদ্বয় বাস্পবারিপূর্ণ দেখিতেছি? পূজনীয় জননীদ্বয় কেন এরূপ বিষণ্ণভাবে

অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন? শুনিলাম, মহর্ষি বিশ্বামিত্র অদ্য রাজসভায় আগমন করিয়াছেন; কেন, তিনি কি আমাদিগের কোন অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন, না রাজ্যে কোন ঘোরতর দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়াছে? দেব! কৃপাবলোকনে সত্বর সবিস্তার বর্ণন করিয়া দাসের চিত্তচাঞ্চল্য নিরাকৃত করুন। তাত! ভবদীয় এরূপ ভাবদর্শনে আমি যৎপরোনাস্তি অস্থির হইয়াছি। কৌশল্যা রামের এইরূপ বাক্যবিন্যাস শ্রবণ করিয়া অধিকতর দুঃখাভিভূতা হইয়া, কহিলেন, বৎস! মহর্ষি তোমাদিগের ভয়ানক অনিষ্টের জন্যই এখানে আগমন করিয়াছেন। এই মুহূর্ত্তেই তোমাদিগকে, তপোবিঘ্নকারী রাক্ষসগণের বিনাশসাধনের নিমিত্ত, তাঁহার সহিত তদীয় আশ্রমে গমন করিতে হইবে। ইহা কি তোমাদিগের পক্ষে কম বিপদ? বহুকাল পর্য্যন্ত দেব দেবীর আরাধনা করিয়া তোমাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু এখন যে ভগবান্ ভাগ্যে কি বিধান করেন, বলিতে পারি না। এখন ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমরা অক্ষতশরীরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পুনরায় আমাদিগের অঙ্কদেশ অলঙ্কৃত কর। রাম তদীয় জননীর এবম্বিধ চিত্তচাঞ্চল্য ও কাতরতা দেখিয়া ভক্তিপূর্ণস্বরে বলিলেন, জননি! বিশ্বামিত্র আমাদিগকে রাক্ষসনিধনার্থে লইতে আসিয়াছেন, তাহাতে আর চিন্তা কি? আপনারা তজ্জন্য এত কাতর ও বিষণ্ণ হইয়াছেন কেন? আপনাদিগের আশীর্ব্বাদে আমরা যে নিমেষমধ্যে শত শত রাক্ষস বিনাশ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ সংসারত্যাগী তপস্বিগণ

ত রাজারই আশ্রিত, আমরা যদি তাঁহাদিগের তপোবিঘ্ন নিবারণ না করিব, তাহা হইলে কি প্রকারে তাঁহাদিগের দেবোদ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন হইবে? অতএব আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে অবস্থিতি করুন। আমরা সত্বরেই ঋষিনির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমাধা করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিব।

কৌশল্যা ও সুমিত্রা রামচন্দ্রের এতাদৃশ সান্ত্বনাবাক্য কর্ণগোচর করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন এবং তাঁহাদিগকে দশরথের সহিত সভাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। রাম-লক্ষ্মণকে সমাগত দেখিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র সস্মিতবদনে শত শত আশী-র্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন, মহারাজ! আপনি রাম লক্ষ্মণের জন্য কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হইবেন না। রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিবার জন্যই ইহাঁরা ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দশরথ অতীব দুঃখভারাক্রান্ত হইয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। কেবল বাষ্পাকুললোচনে তাঁহাদিগের ফুল্লানন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে মহর্ষি গমনোদ্যত হইলে, মহারাজ বিনীতভাবে তদীয় চরণ বন্দনা করিলেন, এবং রাম ও লক্ষ্মণ যখন পিতৃচরণ বন্দনা করিয়া মহর্ষির সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন, তখন তিনি অনিমেষনয়নে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা দৃষ্টিবহির্ভূত হইলে, দশরথ হা রাম! বলিয়া অচেতনাবস্থায় ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। অমাত্যগণ ও অনুচরবর্গ মহারাজের এতাদৃশী দশা অবলোকন করিয়া বিচলিতান্তঃকরণে কেহ বা ব্যজন, কেহ বা মস্তকে জলসিঞ্চন করিতে লাগিল, এবং কেহ বা রামশোকে অধীর

হইয়া অনবরত বাস্পবারি বিসর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। ফলতঃ মহারাজের চৈতন্যসম্পাদনে সকলেই বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে মহারাজ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া রামশোকনিবারণার্থ অবিরলবেগে বাস্পবারি বিসর্জ্জন করিয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে করিতে কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, রাম! হৃদয়রত্ন! নয়নানন্দবর্দ্ধন! এই কঠিন কার্য্যসম্পাদনার্থ কেন তোমাকে মহর্ষির সহিত যাইতে দিলাম! হা লক্ষ্মণ! হা সুমিত্রাহৃদয়রঞ্জন! কেন তুমি মহর্ষির সহিত যাইতে স্বীকার করিলে! বৎসগণ প্রত্যাবর্ত্তন কর, একবার আসিয়া দেখ, তোমাদিগের অদর্শনে তোমাদিগের জনকের কি অবস্থা ঘটিয়াছে! হায়! সেই ভয়ানক বনপ্রদেশ অতিক্রম করিবার সময় যখন খরতর মধ্যাহ্ন ভাস্করতেজে তোমাদিগের কমলানন শুষ্কপ্রায় হইবে, তখন কে তোমাদিগকে শান্ত করিবে! যখন তোমরা সুদীর্ঘ পথাতিবাহনে সূর্য্যোত্তাপে উত্তাপিত হইয়া তৃষার্ত্ত হইবে, তখন কে তোমাদিগকে সুশীতল বারি-প্রদানে শীতল করিবে! হায়! কেন আমি মহর্ষির চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া রাম লক্ষ্মণকে ভিক্ষা চাহিলাম না! কেনই বা আমি নির্ব্বুদ্ধিতাপ্রযুক্ত মহর্ষির নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে সংবদ্ধ হইলাম! হায়! দিনমণি অস্তগমন করিলে যখন তামসীর মসিসদৃশ ঘোর অন্ধকার সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন করিবে, তখন তোমরা সেই বিজনকাননপ্রদেশস্থ ঋষির আশ্রমে কিরূপে নিশাযাপন করিবে! উঃ!! বৎসগণ, প্রত্যাবর্ত্তন কর, আমি তোমাদিগকে লইয়া রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া সামান্যাবস্থায়

বাস করিতেও কুণ্ঠিত হইব না, কিন্তু তোমাদিগের অদর্শন আমার নিতান্ত অসহনীয়।

মহারাজের এতাদৃশ আক্ষেপবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া অমাত্যগণ নানারূপ সান্ত্বনাবাদ প্রয়োগ করিতে লাগিল। কিন্তু সে সমস্তই, বিগতপ্রাণ রোগীর প্রতি বিষাক্ত মহৌষধি-প্রয়োগের ন্যায়, বিফল হইল। ওদিকে কৌশল্যা ও সুমিত্রা স্ব স্ব তনয়াদর্শনে নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া হাহাকার করিতেছেন; অন্তঃপুরবাসিগণও রামলক্ষ্মণকে দেখিতে না পাইয়া ম্লানবদনে স্ব স্ব অন্তরস্থ দুঃখরাশি প্রকাশ করিতে-ছেন। কৌশল্যা ও সুমিত্রার দুঃখের সীমা নাই। নিমেষ-মাত্র যে হৃদয়নিধিদ্বয়ের অদর্শনে ত্রিভুবন অন্ধকারময় প্রতীয়-মান হয়, যাঁহাদিগের অঙ্গে তৃণ স্পর্শ হইলে অঙ্গে সুতীক্ষ্ণ শূল বিদ্ধ হয়; যে তনয়দ্বয়ের আহার করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইলে প্রাণ অস্থির হয়, বস্তুতঃ যাঁহাদিগের শান্তিতে শান্তি, তৃপ্তিতে তৃপ্তি, ও কুশলে কুশল অনুভূত হয়, তাঁহাদিগের অদর্শনে জননীদ্বয় পাগলিনীর ন্যায় চঞ্চলহৃদয়ে হাহাকার করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা নিরতিশয় অপত্যস্নেহ বশতঃ বিহ্বলান্তঃকরণে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা গুণনিধে! হা হৃদয়ানন্দ-বৰ্দ্ধন! আমি দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া ম্রিয়মাণা হইয়াছি। একবার আসিয়া অবলোকন কর, তোমাদিগের অদর্শনে জননীগণের কি ঘোরতর দুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছে। শস্ত্রা-ঘাতজনিত ব্রণবিবরে অগ্নিস্পর্শ হইলে যেরূপ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, রাম! তোমার অদর্শনে আমি তদপেক্ষাও

অধিকতর যন্ত্রণানুভব করিতেছি। হা রাম! হা পুত্র! হা লক্ষ্মণ! সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন কর, আর তোমাদের অদর্শন-নিবন্ধন দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছি না। হায়! কেন আমি রাম লক্ষ্মণের সহিত আশ্রমে গমন করিলাম না? হায়! যখন সুকুমার বালকদ্বয় ক্ষুধার্ত্ত হইবে, তখন কে তাহাদিগকে আহার প্রদান করিবে? পথশ্রান্তিতে ক্লান্ত হইলে কে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিবে? সুমিত্রাও নিদারুণ দুঃখভারে প্রপীড়িতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। কুলগুরু বশিষ্ঠদেব নানাপ্রকার প্রবোধবাক্য প্রয়োগ করিয়াও সান্ত্বনা করিতে সমর্থ হইলেন না। অন্তঃপুরবাসিগণও সকলে হাহাকার করিতে লাগিলেন। ফলতঃ সেই দিবস হইতে রাজভবন শোকাগারে পরিণত হইল। নগরবাসিগণও শান্তপ্রকৃতি রাম লক্ষ্মণের অদর্শনে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল। অধিক কি, সুখসাগরে ভাসমানা অযোধ্যাপুরী একেবারে গভীরতম দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইল।

কালের লীলা অতি চমৎকার! সকলকেই এক একবার সময়স্রোতে ভাসমান হইতে হইবে। অদ্য যিনি স্বীয় প্রতাপে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিয়া প্রভূত সুখ্যাতির ভাজন হইলেন, কল্য তিনি চীরবাসধারী ও ভিক্ষান্নভোজী। অদ্য যে স্থান ধনিগণের আবাসভূমি ও সুখসমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়া সতত সহাস্যবদনে বিরাজ করিতেছে, কল্য তাহা কালচক্রের কঠিনচাপনে জনশূন্য নিবিড় কাননে পরিণত হইতেছে। ধন্য কাল! তুমিই ধন্য!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনন্তর প্রহৃষ্টাত্মা প্রতাপশালী ভগবান্ বিশ্বামিত্র ধনুর্ধারী রাম ও লক্ষ্মণের সহিত নানারূপ কথোপকথন করিতে করিতে আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ মরীচিমালী রাক্ষসগণনিধনে বালকদ্বয়ের সহায়তাকরণমানসেই যেন আকাশের মধ্যস্থল অতিক্রম করিয়া ত্বরায় মর্ত্ত্যলোকে অবতরণ করিবার নিমিত্ত পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন এবং সত্বর স্বীয় কিরণদানরূপ দৈনিক কার্য্য সম্পাদনকরণেচ্ছু হইয়া একবারে তীক্ষ্ণতর কিরণজাল বিকীর্ণ করিয়া জগৎ উত্তপ্ত করিয়া তুলিলেন। পশুপক্ষিগণ তপনতাপে উত্তাপিত হইয়া স্ব স্ব স্বরে বিশ্বনাথের সহায়তা প্রার্থনা করিতে করিতে তরুচ্ছায়া অভিমুখে ধাবিত হইল। পক্ষিগণ পত্রাভ্যন্তরে দেহ লুক্কায়িত করিয়া ঊর্দ্ধ-সঞ্চরমাণ সামান্য বায়ুপ্রভাবে কিয়ৎ-পরিমাণে শান্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে জগদীশ্বরের জয়ঘোষণা করিতে লাগিল। পশুগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে আগমন করিয়া স্ব স্ব শাবকগণের সহিত বৃক্ষতলে শয়নানন্তর বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে লাগিল। বৃক্ষপত্রসমূহ অসহনীয় সূর্য্যতাপে তাপিত হইয়া, বিগতপ্রাণ ব্যক্তির ন্যায়, ঢলিয়া পড়িল। ফলতঃ রৌদ্রের তেজ এতই প্রখর হইয়া উঠিল যে, সে সময়ে প্রান্তরমধ্যে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যেন মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে ধূমরাশি নির্গত হইতেছে। এবম্বিধ ভয়াবহ সময়ে রাম ও লক্ষ্মণ তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন জটাজটধারী রুদ্রতেজাঃ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের

সহিত তদীয় আশ্রমাভিমুখে চলিয়াছেন। এই যে প্রজ্বলিত-হুতাশনবৎ-সূর্য্যতেজে পৃথিবী ছারখার হইতেছে, মহর্ষির সে দিকে দৃক্‌পাতও নাই। এবম্প্রকার খরতর কিরণেও তাঁহার কেশাগ্রমাত্র উত্তপ্ত হইতেছে না। অনুক্ষণ হোমকার্য্য-নিরত অগ্নিমন্ত্রদীক্ষিত মহাযোগীর সামান্য সূর্য্যকিরণে কি করিতে পারে? স্বয়ং অনল দেহসমীপবর্ত্তী হইলেও যাঁহারা পাদৈক পশ্চাৎপদ হন না, তাঁহাদিগের সূর্য্যকিরণে ভয় কি? কিন্তু দুগ্ধফেননিভ কোমলাঙ্গ রামলক্ষ্মণের এরূপ ভয়াবহ সময়ে এই সুদীর্ঘ পথাতিবাহনে অতিশয় ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল। যাঁহাদিগের বদনে বিন্দুমাত্র স্বেদবারি দৃষ্ট হইলে শত শত দাসদাসী শশব্যস্তে চামর ব্যজন করিতে নিযুক্ত হইত, যাঁহারা পদব্রজে এক সময়ে শত পদ অতিবাহন করেন নাই, তাঁহারা কি এইরূপ সময়ে সহজে এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে পারেন? বিশেষতঃ বালক লক্ষ্মণের বিশুষ্কমুখকমলদর্শনে রামের অন্তরে যেন বিষদিগ্ধ শলাকা বিদ্ধ হইতে লাগিল। ফলতঃ, উভয়ে এই প্রখর সূর্য্যোত্তাপে তাপিত হইয়া অতিকষ্টে মহর্ষির সহিত গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহারা ভবসন্তাপ-হারিণী, ত্রিলোকপাবনী, ভগবতী সুরধুনীর তীরদেশস্থ এক জনশূন্য ঘনান্ধকারময় কাননসমীপে উপনীত হইলে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র কমললোচন রামচন্দ্রকে বলিলেন, বৎস! এ স্থান হইতে আশ্রমগমনের দুইটী বর্ত্ম আছে। একটী দ্বারা আশ্রমে উপস্থিত হইতে হইলে তিন দিবস পথে অতিবাহিত করিতে হইবে, এবং অপরটীর দ্বারা অদ্য সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই

আশ্রমে গমন করিতে পারিব। কিন্তু শেষোক্ত পথে একটী ভয়ানক বিঘ্ন আছে। ঐ সম্মুখস্থ কানন-মধ্যে তাড়কা-নাম্নী প্রভূতবলশালিনী এক রাক্ষসী আছে, তাহার উপদ্রব-ভয়ে জনসমূহ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ, এই বিজন বিপিনের সমীপবর্ত্তী হইতে সাহসী হয়েন না। এক্ষণে তোমার যাহা অভিরুচি হয় প্রকাশ কর, কিন্তু সত্বর আশ্রমগমনই আমা-দিগের আবশ্যক। মহর্ষির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বালক লক্ষ্মণ সতেজে বলিলেন, মহর্ষে! যদি এই সামান্যা রাক্ষসীর ভয়ে আমাদিগকে ভীত হইতে হয়, তাহা হইলে অসংখ্য রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছি কিরূপে? চলুন, এখনই সেই ব্রহ্মঘাতিনী নিশাচরীর মস্তকচ্ছেদন পূর্ব্বক আশ্রমে গমন করিব। আর্য্য! চলুন, এই বনপথাব-লম্বনেই গমন করি। রামও তথাস্তু বলিয়া লক্ষ্মণের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বিশ্বামিত্র লক্ষ্মণের বিশুষ্কানন-দর্শনে কাতর হইয়া বলিলেন, বৎসগণ! তোমরা পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছ; চল, ঐ সম্মুখস্থ কাননাভ্যন্তরে গমন পূর্ব্বক বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করি। এই বলিয়া তিন জনে ধীরে ধীরে কলনিনাদিনী জাহ্নবীর অপর তীরস্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া এক সুশীতল স্থানে উপবেশন করিলেন এবং বনস্থলীর অলৌকিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে রাম বলিলেন, ভাই, এই কানন কেমন মনোরম, দেখিতেছ? ইহার অভ্যন্তর-প্রদেশে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয়, যেন অসীম কুজ্ঝটিকা-রাশি সমস্ত পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। কেমন সুবিশাল

বৃক্ষরাজি। তদুপরি বিহগকুল কেমন কল কল ধ্বনি করিয়া বিশ্বনাথের যশঃকীর্ত্তন করিতেছে। হরিণীগণ শঙ্কিতচিত্তে শাবকগণকে সঙ্গে লইয়া কেমন ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। ঐ দেখ, মদীয়-স্বরশ্রবণে সমীপবর্ত্তী বৃক্ষান্তরাল হইতে একটী হরিণ ঐদিকে ছুটিল। ঐ শুন, একটী কোকিল ঐ বকুলশাখায় লুক্কায়িত হইয়া কেমন সুমধুর রব করিতেছে। আহা হা! দেখ দেখ, ঐ বৃক্ষোপরি কেমন সুন্দর পক্ষীটী বসিয়া রহিয়াছে, ঐ উড়িয়া গেল। ঐ দেখ, কিঞ্চিৎ দূরে একটী সুদৃশ্য জলাশয় দৃষ্টিগোচর হইতেছে। আমাদিগের বামপার্শ্বেও যেন নিকটেই একটী জলাশয় আছে, বোধ হইতেছে; কারণ, ঐ শুন, রাজহংসের কলকল নাদ শুনা যাইতেছে। মহর্ষি এই স্থানে কিছুকাল অপেক্ষা করুন; চল, আমরা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া কাননের এই মনোহারিণী শোভা সন্দর্শন করি।

এই বলিয়া ভ্রাতৃদ্বয় বাম দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইলে নিকটে একটী হ্রদ দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে রামচন্দ্র বলিলেন, ভাই! দেখ দেখ, ঐ সুসলিলসম্পন্ন সরোবরটী কেমন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ দেখ, উহাতে কোকনদ দাম প্রস্ফুদিত হইয়া কেমন মনোহর দেখাইতেছে; মধুলোলুপ মধুকরগণ সুমধুর গুণ গুণ স্বরে বনচারীদিগের মনঃ প্রাণ বিমোহিত করিতেছে। ঐ দেখ, হংস সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া সলিলোপরি ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতে করিতে কোমলমৃণালভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইতেছে। কি মনোমহন দৃশ্য! ঐ দেখ, প্রস্ফুটিতকুসুমদামশোভিত

অশোকবৃক্ষোপরি ময়ূর ময়ূরীগণ কেমন হর্ষোৎফুল্লচিত্তে নৃত্য করিতেছে। ঐ দেখ, তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেবদারু বৃক্ষ সকল আকাশস্পর্শী শাখা বিস্তার করিয়া কেমন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। দেখ দেখ, সরোবরের অপর তীরে ঐ কদম্ব-বৃক্ষটিতে কতশত কদম্ব পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, তদুপরি নানা বর্ণের কত শত পক্ষী বসিয়া স্ব স্ব স্বরে আপনাদিগের মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে। এইরূপ হৃদয়হারিণী শোভা সন্দর্শন করিয়া বোধ হইতেছে, যেন ভগবান্ বিশ্বপ্রণেতা এই স্থানে এই প্রকৃতিপুঞ্জে বিলীন হইয়া সংগোপনে দর্শকবৃন্দের চিত্ত হরণ করিতেছেন। কি অপূর্ব্ব পবিত্রতা! এখানে আগমন করিলে স্বতঃই মন প্রাণ পবিত্র হইয়া পরমেশপদাভিমুখে ধাবিত হয়। বোধ হয়, যেন পবিত্রতাদেবী লোকালয়ের কলরব সহ্য করিতে না পারিয়াই এই বিজন বিপিনে আগমন পূর্ব্বক লুক্কায়িত রহিয়াছেন। ভাই, এই জন্যই যোগনিরত সাধুপুরুষগণ সংসারবাসবাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া এই জনশূন্য কাননপ্রদেশে আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক মনের সুখে পরমেশপদৈকচিত্ত হইয়া বাস করেন। লক্ষ্মণও কানন প্রদেশের এতাদৃশ সৌন্দর্য্যাবলোকনে বিমোহিত হইয়া কহিলেন, আর্য্য! এই বনস্থল পরম রমণীয় স্থান। নানাবিধ মণিমাণিক্যখচিত সুশোভিত রাজভবনও ইহার সমকক্ষ নহে। এই সুদৃশ্য, বনপক্ষিকূজিত-শষ্পবীথিপূর্ণ, সুশোভিত কাননপ্রদেশ জগদীশ্বরের অলৌকিক মহিমা প্রকাশ করিতেছে। এইরূপে কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহারা বনের এইরূপ অপূর্ব্ব শোভা বিলোকন

করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে রামচন্দ্র বলিলেন, ভাই! মহর্ষি বোধ হয় আমাদিগের নিমিত্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, এস, আমরা সত্বর তাঁহার নিকট গমন করি। এই বলিয়া উভয়ে ত্বরিতপদে মহর্ষিসন্নিধানে উপস্থিত হইলে, লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, পূজ্যপাদ! আপনি আমাদিগের অদর্শনে চিন্তিত হইয়াছেন বিবেচনা করিয়া, আমরা দ্রুতগতিতে ভবৎসকাশে আগমন করিয়াছি। চলুন, এক্ষণে সকলে পুণ্যসলিলা জাহ্নবীর জলে স্নানাহ্নিক সমাপন-পূর্ব্বক পিপাসা নিবৃত্তি করিয়া আশ্রমোদ্দেশে গমন করি। বিশুষ্কমুখ বালক লক্ষণের এতাদৃশ বাক্যশ্রবণে বিশ্বামিত্র বলিলেন,বৎস! তোমাদিগের নিমিত্ত আমার আবার উৎকণ্ঠা কি? যাঁহারা জগতের জন্য উৎকণ্ঠিত, আমি আর তাঁহা-দিগের জন্য কি উৎকণ্ঠিত হইব? যাহা হউক, বৎসগণ! তোমরা ক্ষুধায় ও পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছ; চল, তোমাদিগকে এক গোপনীয় বিদ্যা প্রদান করিব। সেই বিদ্যার প্রভাবে আর কখনও তোমাদের ক্ষুধা ও পিপাসার উদ্রেক হইবে না। মহর্ষি, এই বলিয়া, রাম লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া, কলনাদিনী, পতিতপাবনী সুরধুনীর পবিত্র সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক সানন্দে দৈনিক ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন করিয়া তাঁহাদিকে স্কন্ধে লইয়া বলিতে লাগিলেন, রাম! জগত্তারণ! দীনবন্ধো! কমলাপতে! আজি আমার জন্ম সার্থক হইল। লক্ষ্মণ! পাপনাশন! অনন্তদেব! আজি আমার দেহ পবিত্র হইল। জগতে আমিই ধন্য! আমার ন্যায় পুণ্যাত্মা জগতে আর দ্বিতীয়

নাই। আজি স্বর্গ আমার নিকট অতি তুচ্ছ পদার্থ। দেখ, জগদ্বাসিগণ, একবার নয়ন ভরিয়া দেখ। একবার দেখিয়া নয়ন মনের স্বার্থকতা সম্পাদন কর। আহা হা! কি অদ্ভুত দৃশ্য! মন, প্রেমোন্মত্ত হইয়া একবার রামগুণগানে নিরত হও। রাম! পতিতপাবন! লক্ষ্মণ! দীননাথ! আমার এই একমাত্র প্রার্থনা, যেন অন্তিমকালে ঐ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশশোভিত, অলক্তরাগরঞ্জিত চরণপ্রান্ত দর্শন করিতে পাই। হৃদয়নাথ! শ্রীকান্ত! প্রাণান্তকালে যেন ঐ পাপান্তকারী পদপ্রান্তে স্থান পাই। মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে স্কন্ধে লইয়া এইরূপে আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, এমন সময়ে সর্ব্বাভরণ-বিভূষিতা, শিবসীমন্তিনী, পতিতপাবনী, ভগবতী গঙ্গাদেবী প্রত্যক্ষীভূতা হইয়া করযোড়ে বলিলেন, দেব! আজি আমার জীবন পরম পবিত্র হইল। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি দেবতাগণ শতযুগ ধ্যান করিয়া যাঁহার চরণ দর্শন করিতে পান না, আজি আমি তাঁহাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া জীবনের স্বার্থকতা সম্পাদন করিতেছি; আমার নয়নরূপ চকোর আজি তাঁহার মুখচন্দ্রনিঃসৃত সুধাপানে পরিতৃপ্ত হইয়া তন্ময়াকাশে বিহার করিতেছে। শ্রীপতে! এক্ষণে একান্ত বাসনা যে, যত কাল মর্ত্তলোকে বাস করিব, ততকাল যেন এইরূপ সময়ে সময়ে ঐ পদারবিন্দদর্শনে জীবন মন চরিতার্থ করিতে পাই, ততদিন যেন ঐ সুচারু-বদনবিনিঃসৃত বাক্য-সুধাপানে পরিতৃপ্ত হই।

রাম পুণ্যবতী শন্তনুপত্নীর এতাবদ্বাক্যশ্রবণে হর্ষোৎ-ফল্লচিত্তে কহিলেন, দেবি! আপনার ন্যায় পবিত্রহৃদয়া আর

জগতে নাই; আপনি কলুষনাশিনী; আপনি পতিতপাবনী; আপনার পবিত্র সলিলে অবগাহন করিয়া কত লোক ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরলোকে অনন্ত সুখের অধিকারী হইয়া থাকে। আপনি জগতের মুক্তিদাত্রী। আমি আজি মহর্ষির সমভিব্যাহারে আপনার জলে স্নান করিয়া পরম পবিত্র, এবং ভবদীয়দর্শনলাভে কৃতার্থ হইলাম। রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া গঙ্গাদেবী মনে মনে বলিতে লাগিলেন, দেব কোমলাপতি মর্ত্তলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। অনন্তর তিনি রামকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, দেব! আপনার জগতে আসিবার উদ্দেশ্য যেন সুসিদ্ধ হয়।

এই বলিয়া গঙ্গাদেবী অদৃশ্যা হইলে বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে স্কন্ধদেশ হইতে ভূমিতলে অবতরণ করাইয়া বলিলেন, বৎসগণ! আইস, তোমাদিগকে ক্ষুৎপিপাসা-নিবারণী সুরগণবাঞ্ছিতা পরমগোপনীয়া দুইটী বিদ্যা প্রদান করি। এই বলিয়া মহর্ষি গঙ্গাতীরে উপবেশন পূর্ব্বক কুমারদ্বয়কে বলা ও অতিবলা নাম্নী দেবদুর্লভ দুই মহাবিদ্যা প্রদান করিলেন, এবং তদনন্তর ভীষণাকৃতি তাড়কা রাক্ষসীর বাসভূমি দেখাইবার জন্য তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। তাঁহারা অরণ্যাভ্যন্তরে কিছু দূর গমন করিলে পর, মহর্ষি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, বৎসগণ! ঐ দেখ, সম্মুখস্থ ঘোরান্ধকারময় স্থানে নিশাচরীর বাস। ঐ দেখ, চতুর্দ্দিকে কত শত মৃত মনুষ্য ও পশুর অস্থিকঙ্কাল দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ক্ষণকাল অপেক্ষা করিলেই দেখিতে পাইবে

যে, রাক্ষসী নরশরীরাঘ্রাণে উন্মত্তা হইয়া বিকটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ছুটিয়া আসিবে। তোমরা সাবধানে এই স্থানে অবস্থিতি কর, আমি কিঞ্চিৎ দূরে ঐ বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া তোমাদিগের যুদ্ধ অবলোকন করি। এই বলিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র তথা হইতে যথাসম্ভব দূরে গমন করিয়া যেমন বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইলেন, অমনি রামচন্দ্রের ভীষণ গর্জ্জনশব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। সেই সুরলোকবিকম্পী গর্জ্জননিনাদ তাঁহার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার অন্তঃকরণ দুরু দুরু করিয়া কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি ঘর্ম্মাক্তকলেবরে ভগবানের নাম জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এ দিকে রাক্ষসী তাড়কা ভীষণ নরকণ্ঠস্বর শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া ঘোরতর হুহুঙ্কার করিতে করিতে বালকরূপী ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার নিশ্বাসপ্রশ্বাসে বনস্থলীমধ্যে প্রবল ঝটিকা সমুত্থিত হইল। বৃক্ষসমূহের সংঘর্ষণশব্দে ত্রাসিত হইয়া পশুপক্ষিগণ প্রলয়কাল উপস্থিত বিবেচনা করিয়া স্ব স্ব আবাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। রাম রাক্ষসীর ভয়ঙ্করী আকৃতিদর্শনে ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া একদৃষ্টে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণও অগ্রজের এতাদৃশী দশা বিলোকন করিয়া ভীত হইয়া পাদৈক পশ্চাৎপদ হইলেন। ইত্যবসরে তাড়কা রামসকাশে আগমন করিয়া ঘোর চীৎকাররবে বলিল, রে পামরগণ! আর কোথায় যাইবি? মহাপ্রস্থান ব্যতীত এ স্থান হইতে অন্য কোন প্রকার প্রস্থান নাই, এবং তাহারও কেবল একটীমাত্র পন্থা। যাহারা এই কাননে পদার্পণ

করিয়াছে, তাহারা সকলেই সেই পন্থা দ্বারা মহাপ্রস্থান করিয়াছে, তোরাও সেই বর্ত্ম ধরিয়া চলিয়া আয়, আমি সেই বর্ত্ম দেখাইয়া দিতেছি। এই মুখ ব্যাদান করিলাম, অবিলম্বে এতন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া যথাস্থানে মহাপ্রস্থান কর্; নতুবা জীবিত থাকিতে থাকিতে তোদের এক একটী অঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া উদরসাৎ করিব। এই বলিয়া তাড়কা তাহার সেই বিশাল আনন ব্যাদান করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা তন্মধ্যে প্রবেশের ইঙ্গিত করিতে লাগিল। এই ব্যাপার-দর্শনে রামচন্দ্র সক্রোধে বলিলেন, পাপীয়সি! ব্রহ্মঘাতিনি! আজি তোর জীবনের শেষ দিন। স্কন্ধোপরি মস্তক থাকিতে থাকিতে একবার সেই অনাদি অনন্ত পরমেশের ধ্যান কর্। রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে প্রভূত পাপরাশিতে কলঙ্কিত হইয়াছিস্, তাহা ক্ষালনার্থ এই সময়ে একবার সেই পাপি-জনতারণ শ্রীকান্তের নাম স্মরণ কর্। রে রাক্ষসাধমে! আজি আর তোর কিছুতেই নিস্তার নাই। আমার এই প্রত্যক্ষ শমনসদৃশ সুতীক্ষ্ণ শরপ্রহারে আজি তোর জীবন অনন্ত আকাশে মিলিত হইবে, এবং ঐ প্রকাণ্ড দেহ অসংখ্য শৃগাল, কুক্কুর ও গৃধিনী প্রভৃতি পশুপক্ষীর উদর পূর্ণ করিবে। নিশাচরি! প্রস্তুত হও। আর বিলম্ব নাই।

রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-কম্পিত-কলেবরা তাড়কা প্রবলবেগে, ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে, তদভিমুখে ধাবিত হইল। রাম তৎক্ষণাৎ ধনুকে গুণযোজনা করিয়া আকর্ণাকর্ষণে তাহার প্রতি শরপ্রয়োগ করিলেন। মহাশব্দে অগ্ন্যুদ্গিরণ করিতে করিতে শর রাক্ষসীর

দিকে ধাবমান হইয়া তাহার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইলে, সে বিকট চীৎকার সহকারে মেদিনী কম্পিত করিয়া ভূতলে পতিত হইল। তাহার পতনে সমস্ত পৃথিবী আলোড়িত হইল, বনপ্রদেশস্থ বৃক্ষসমূহ ভূকম্পনকালের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল, সমস্ত স্থাবর জঙ্গম চমকিত হইল। ফলতঃ সমস্ত জীব জন্তুই জানিতে পারিল যে, পৃথিবীতে একটী ভয়াবহ কাণ্ড সংঘটিত হইল। তাড়কা ভূতলে পতিত হইয়া যন্ত্রণাতিশয্য প্রযুক্ত কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। মহর্ষি রাক্ষসীকে শরাঘাতে পতিত হইতে দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে রামের সন্নিধানে আগমন করিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া বারম্বার তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, যন্ত্রণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, তাড়কা কাতরস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে শোণিত বমন করিয়া প্রাণত্যাগকরণানন্তর একটী রূপলাবণ্যবতী যক্ষকন্যার রূপ ধারণ করিল। তদ্দর্শনে রাম অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া অনিমেসলোচনে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে যক্ষকন্যা শাপমুক্তা হইয়া অশেষ প্রকারে রামচন্দ্রের স্তব করিয়া যক্ষপুরে গমন করিল। তাড়কানিধনে মর্ত্তলোক নিরুপদ্রব হইল দেখিয়া, দেবগণ অত্যন্ত প্রীত হইয়া, স্বর্গ হইতে শ্রীরামের মস্তকোপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই অলৌকিক ব্যাপারসন্দর্শনে হৃষ্টাত্মা মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্র রামমস্তকাঘ্রাণে সবিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়া তাঁহাকে সমন্ত্রক অস্ত্রজাল প্রদানপূর্ব্বক বনপথাবলম্বনে ভ্রাতৃদ্বয়কে সঙ্গে

লইয়া স্বীয় আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা সেই দিবস আশ্রমে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। পথিমধ্যে পরমরমণীয় কাম্যাশ্রমস্থ কাননে যামিনী যাপন করিয়া, পরদিন ঊষাসমাগমে দিনমণি রক্তিমরাগে পূর্ব্বদিক আলোকিত করিলে, যখন বিহগগণ কলকলস্বরে দিবাগমন ঘোষণা করিতে লাগিল, সেই সময়ে তিন জনে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া মৃদুমন্দগতিতে ফলপুষ্পশোভিত, নানা-পক্ষিনিষেবিত, মৃগগণাকীর্ণ, সিদ্ধসঞ্চরণপূত সিদ্ধাশ্রমে উপস্থিত হইলে, রাম ও লক্ষ্মণ তত্রত্য তপঃস্বাধ্যায়নিরত মুনিগণের পবিত্রাশ্রমাবলোকনে পরম প্রীতি লাভ করিলেন এবং দেখিলেন, সেই আশ্রমের সর্ব্বত্রই শান্তি ও সরলতা বিরাজমান রহিয়াছে। তাঁহারা আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র তত্র-সমবেত, পবিত্রচেতাঃ ঋষিমণ্ডলী ভক্তি সহকারে তাঁহা-দিগের পূজা কবিলেন। রামলক্ষ্মণ তথায় ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া ভগবান্ কৌশিককে কহিলেন, মহর্ষে। অদ্যাপি আমাদিগের দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। আমরা আপনার নিকট দীক্ষিত হইবার মানস করিয়াছি। তৎশ্রবণে বিশ্বামিত্র বলিলেন, বৎস রাম! তুমি জগতের আদি পুরুষ, সর্ব্বদেব-শ্রেষ্ঠ, পুরাণ, গায়ত্রী ও সর্ব্বদীক্ষাদাতা; আমি তোমাকে কি দীক্ষা প্রদান করিব। তবে যখন তোমাদের অভিলাষ হইয়াছে,তখন অবশ্যই আমাকে তাহা পূরণ করিতে হইবে। কুশিকতনয়, ঋষিশ্রেষ্ঠ, ভগবান্ বিশ্বামিত্র আনুষঙ্গিক ক্রিয়া-কলাপের যথাবিধি অনুষ্ঠানকরণানন্তর তাঁহাদিগকে দীক্ষিত করিয়া কহিলেন, পুরুষোত্তম! যখন আমি তোমাদের

দীক্ষাকার্য্য সম্পাদন করিলাম, তখন তোমাদিগকে কিঞ্চিৎ শিক্ষাদান করাও উচিত, বিবেচনা করিতেছি। অতএব দুর্বোধ আত্মজ্ঞানের সারাংশ ব্যক্ত করিব। জগৎপতে! যদিও তোমার নিকট তাহার শব্দমাত্রও নূতন নহে, তথাপি আমি তোমাদের দীক্ষাগুরু বলিয়া তাহা ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। হে রঘুবংশাবতংস! হে নরনারাণ! আজি তোমাকে আমি যে মন্ত্রে দীক্ষিত করিলাম, সেই মন্ত্র জপ না করিয়া তুমি কদাচ জলগ্রহণ করিবে না; সন্ধ্যাসমাগমেও ইহা জপ করিতে হইবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে সাংসারিক চিন্তা হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া পরমেশপদৈকচিত্ত হইয়া তাঁহার আরাধনা করিতে হইবে। দুঃখের অস্তিত্ব নাই বিবেচনা করিয়া, নির্লিপ্তভাবে, সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে হইবে। ইষ্টানিষ্টসমাগমে চিত্তকে অবিচলিত রাখিয়া ভগবানেই সমস্তবিষয়া মতি সমর্পণ করিতে হইবে। লোকের সংস্কার এই যে, সংসারে বাস করিয়া কোনক্রমে পরমেশচিন্তা ও তন্নিবন্ধন মোক্ষপ্রাপ্তি সংঘটিত হইতে পারে না। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ তমোগুণে সমাচ্ছন্ন থাকে বলিয়াই তাহাদিগের এইরূপ ভ্রান্তি জন্মে। গুণ ত্রিবিধ,—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। সত্ত্বগুণাধিক্যকালে লোকের ধর্ম্মে ও অহিংসায় মতি থাকে, এবং কুসংসর্গ, কুচিন্তা ও অহঙ্কারাদি দূরীভূত হয়; রজোগুণাতিশয্যসময়ে উচ্চাভিলাষাদি প্রবৃত্তিসমূহ উত্তেজিত হয়; এবং তমোগুণাবির্ভাবকালে মোহ, আলস্য ও অহঙ্কারাদি

প্রবৃত্তির উদয় হয়। এই সংসারে নির্লিপ্তাবস্থায় অবস্থিতি করিয়া, শারীরিক ও মানসিক চেষ্টা দ্বারা সর্ব্বদা সত্ত্বগুণযুক্ত থাকিয়া, নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঈশ্বরারাধনা, ও অন্য সময়ে সাংসারিক কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলেই, সংসারে থাকিয়াও ঈশ্বরচিন্তা ও পরিণামে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই সত্ত্বগুণাধিক্যাবস্থায় থাকিবার চেষ্টা করিতে হয়, নতুবা সাংসারিক চিন্তাদি প্রযুক্ত পরে আর তাহা ঘটে না। বাল্যকাল হইতেই সাধুসংসর্গে বাস, সংগুরুর নিকট শিক্ষা, পিতা মাতা ও শিক্ষকের প্রতি সম্মান ও ভক্তিপ্রদর্শন, মিথ্যা বাক্য পরিত্যাগ, এবং ভ্রাতা ভগিনী ও সমপাঠীদিগকে শ্রদ্ধা করা ও ভাল বাসা ইত্যাদি কার্য্য দ্বারাই মন সুগঠিত হয়। বৎস! রাজ্যশাসন অতি কঠিন কার্য্য, বিশেষ সতর্কতা সহকারে প্রজাপালন করিতে হয়। প্রজাগণকে সন্তানস্বরূপ জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা তাহাদিগের হিতসাধনে নিরত থাকাই রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া সুনিয়মে রাজ্য শাসন করিবে, স্তুতিবাদকদিগের তোষামোদবাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া কখনও অবিচারে প্রবৃত্ত হইও না।

এইরূপে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়া রামচন্দ্র সবিশেষ আহ্লাদিতান্তঃকরণে বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, মহর্ষে! আমাদিগকে সেই দুরাচার নিশাচরমণ্ডলীর আবাসভূমি দেখাইয়া দিন, আমরা এখনই তাহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া আপনাদিগকে নিরুপদ্রব করিব। রামবাক্যশ্রবণে হৃষ্টচিত্ত বিশ্বামিত্র তথাস্তু বলিয়া কহিলেন, বৎস! ক্ষণকাল বিশ্রাম কর, যথাসময়ে তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে। তদনন্তর

দণ্ডাজীনবিভূষিত উগ্রতেজঃসম্পন্ন মহামনাঃ তপস্বিগণ যজ্ঞ আরম্ভ করিলে পর মধ্যাহ্নসময়ে অকস্মাৎ গগনমণ্ডল পুঞ্জীভূত জলদজালে আবৃত বোধ হইতে লাগিল; প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হইয়া উগ্রতপঃসমাশ্রিত ঋষিবৃন্দের চিকীর্ষিতকার্য্যসমাধানার্থে সজ্জীকৃত হোমাগ্নির বিশৃঙ্খলতা সংঘটন করিতে লাগিল; এবং যজ্ঞভূমির চতুর্দ্দিকে মাংস শোণিত নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। রাক্ষসগণ এইরূপে শূন্যে অবস্থিতি করিয়া নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল এবং চতুর্দ্দিকস্থ বৃক্ষ শাখাদি ভগ্ন করিয়া যজ্ঞস্থানে নিক্ষেপ করিয়া যজ্ঞভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিল। পশু-পক্ষিগণ এই আকস্মিকব্যাপারদর্শনে কম্পিতস্বরে ত্রাহি ত্রাহি করিতে করিতে স্ব স্ব আবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেগে কাননাভ্যন্তরাভিমুখে ধাবিত হইল। ফলতঃ, সে দিবস রাক্ষসগণ অত্যন্ত উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। এই সময়ে ভগবান্ বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে আহ্বান করিয়া উপস্থিত ব্যাপার জ্ঞাপন করিলেন। রামলক্ষ্মণও এতাদৃশ কাণ্ডদর্শনে উদ্বিগ্ন হইয়া অন্ধকারাবৃতদেহ রাক্ষসগণকে দেখিবার নিমিত্ত ঊর্দ্ধদিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে মধ্যাহ্নগগনে বিচরণকারী, যথেচ্ছরূপ-ধারণক্ষম, রাক্ষসাধম মারীচ, সুবাহু প্রভৃতি নিশাচরগণ তাঁহা-দিগের দৃষ্টিগোচর হইলে, অসাধারণপরাক্রমশালী, ধনুর্বিদ্যা-বিশারদ রামচন্দ্র শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক একবারে দুইটী শর নিক্ষেপ করিলেন। তন্মধ্যে একটী শর মারীচকে দশ যোজন ভ্রমণ করাইয়া সুদূরস্থিত

দক্ষিণ সাগরের উপকূলদেশে পাতিত করিল। মারীচ সেই অস্ত্রাঘাতে মৃতপ্রায় হইয়া মুহুর্মুহুঃ শোণিত বমন করিয়া অচৈতন্য হইল। দ্বিতীয় শর নিমেষমধ্যে সুবাহুকে অন্তকের করাল কবলে নিক্ষিপ্ত করিল। এদিকে লক্ষ্মণ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তপোবিঘ্নকারী অন্যান্য নিশাচরগণের বিনাশ সাধন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালের মধ্যেই দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণ বিনষ্ট, ও যোগনিরত ঋষিবৃন্দের তপোবিঘ্ন নিরাকরিত হইল দেখিয়া, দেবগণ উল্লসিতান্তঃকরণে স্বর্গে দুন্দুভিনিনাদ করিতে করিতে কুমারদ্বয়ের যুদ্ধজনিত-শ্রান্তিনিবারণের নিমিত্ত, বৃষ্টিপাতের ন্যায়, তাঁহাদিগের মস্তকোপরি কুসুমাঞ্জলি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; এবং সিদ্ধচারণগণ তাঁহাদিগের স্তুতিগান করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর হর্ষবাষ্পপূরিতলোচন ভগবান্ বিশ্বামিত্র পূজার্হ ভ্রাতৃদ্বয়ের মস্তক স্বীয় অঙ্কে স্থাপনপূর্ব্বক ভক্তি সহকারে যথাবিধি তাঁহাদিগের পূজা সমাপন করিয়া তাঁহাদিগকে নানাবিধ উপাদেয় সুপক্ক ফল ভোজনার্থ প্রদান করিলেন। পরে নানারূপ ধর্ম্মালাপনে দিবসত্রয় সানন্দে আশ্রমে অতিবাহিত করিয়া, চতুর্থ দিবসে প্রাতঃকৃত্যাদিসমাপনান্তে বিশ্বামিত্র বলিলেন, বৎসগণ! বিদেহপুরস্থ জনকরাজভবনে গমন করিয়া তত্রত্য মহাযজ্ঞ দর্শন করিব, অভিলাষ করিয়াছি। রাজর্ষি জনক অসাধারণসৌন্দর্য্য-শালিনী, লক্ষ্মীরূপিণী, স্বীয় তনয়া সীতাদেবীর বিবাহার্থ কঠিন পণ করিয়া একটী মহাজজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তৎসন্নিকাশে, মহেশ্বরপ্রদত্ত ত্রিভুবনবিজয়ী এক প্রকাণ্ড ধনুক আছে।

যিনি সেই ধনুকে জ্যারোপণ করিয়া তাহা দ্বিধাবিভক্ত করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই তিনি সেই অপরূপরূপলাবণ্যবতী দুহিতা সমর্পণ করিবেন। এই সংবাদশ্রবণে ধনুর্ভঙ্গ করিয়া সীতার পাণিগ্রহণকরণমানসে বহুদেশ হইতে অসংখ্য রাজা ও মহাজনগণের সমাগম হইয়াছে। চল, আমরাও মহাত্মা জনকের ভবনে গমন করিয়া সুরাসুরবিজয়ী সেই মহাধনু ও সভাদি সন্দর্শন করিয়া আসি। রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষির এবম্বিধ বাক্যশ্রবণে তাহাতে সম্মত হইয়া তৎসমভিব্যাহারে বিদেহপুরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর বিশ্বামিত্র-পুরঃসর রাম ও লক্ষ্মণ অসংখ্য বনস্থলী অতিক্রম করিয়া বিদেহপুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের গমনকালে বনপ্রদেশসমূহ হৃষ্টান্তঃকরণে সন্ সন্ শব্দে তাঁহাদের জয় ঘোষণা করিতে, এবং বৃক্ষগণ শাখাসঞ্চালন পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিল। এইরূপে গমন করিতে করিতে যখন ভগবান্ অরুণদেব অস্তগিরিশিখরারোহণমানসে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে তাঁহারা ভাগীরথীসমীপবর্ত্তী, ফলপুষ্পসমন্বিত, নানামহীরুহসুশোভিত,জীবসমাগমবিবর্জ্জিত, সুদৃশ্য গৌতমাশ্রমে উপনীত হইলেন। রাজীবলোচন রামচন্দ্র এই সুন্দর আশ্রম দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইলেন; কিন্তু ইহাতে জীবমাত্রের সমাগম নাই দেখিয়া বিস্ময়ান্বিতান্তঃকরণে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! এই অপরূপশোভাযুক্ত আশ্রম কোন্ মহাত্মার, এবং ইহা জীবগণবিবর্জ্জিত হইবারই বা কারণ কি? বিশ্বামিত্র কহিলেন, বৎস! ইহা

ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ, ত্রিলোকবিখ্যাত গৌতমমুনির আশ্রম। ব্রহ্মা তাঁহার অসাধারণব্রহ্মচর্য্যাবলোকনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় কন্যা সুরসুন্দরী অহল্যাকে তাঁহার সেবার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু গৌতম এক দিবস তাঁহার অভাবনীয়া দুষ্প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া ক্রোধাবিষ্টান্তঃকরণে এই অভিসম্পাত প্রদান করিলেন,—রে ললনাকুলপাংশুলে! তুই আমার আশ্রমে শিলারূপে অবস্থানপূর্ব্বক দীর্ঘকাল শীত গ্রীষ্মাদি সহ্য করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের চরণযুগল ধ্যান করিতে করিতে কাল-যাপন করিতে থাক্। পরে সহস্র বৎসরান্তে যখন সানুজ দাশরথি এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক ঐ শিলায় পদরজঃ প্রদান করিবেন, তখনই তোর মুক্তি হইবে, এবং তখনই পুনরায় আমাকে দেখিয়া তুই পরিতৃপ্ত হইতে পারিবি। আর, অদ্যাবধি আশ্রম জীবশূন্য হউক। এই বলিয়া তিনি ভূধরশ্রেষ্ঠ হিমাচলে প্রস্থান করিলেন, এবং তদবধি আশ্রম জীবশূন্য হইয়াছে। অহল্যাও ভবদীয়চরণারবিন্দরজঃকণাপ্রাপ্তিমানসে অদৃশ্যভাবে এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব, বৎস! অনু-কম্পাপ্রদর্শনে বিরিঞ্চিতনয়া অহল্যাকে অভিসম্পাত হইতে মুক্ত কর। এই বলিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণ সমভি-ব্যাহারে যে স্থানে অহল্যা শিলাময়ী হইয়াছিলেন, তথায় গমনপূর্ব্বক পাষাণময়ী অহল্যাকে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। অনন্তর শান্তমূর্ত্তি রামচন্দ্র সেই সুস্নিগ্ধ শিলার উপরিভাগে ভবযন্ত্রণাহারি-পদারবিন্দ প্রদান করিবামাত্র তপোযোগাশ্রিতা অহল্যা মানবী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, এবং নবজলধরসদৃশ, পদ্ম-পলাশলোচন রঘুশ্রেষ্ঠ রমানাথ রামচন্দ্রকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ

করিয়া, পতিবাক্যস্মরণে তাঁহাকে বৈকুণ্ঠবিহারী নারায়ণ জানিয়া, পরমানন্দিতান্তঃকরণে যথাবিধি অর্চ্চনা ও অভিবাদন-করণানন্তর তদীয় মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ভূতভাবন! জগৎপতে! আপনি জগতের আদি পুরুষ, আপনা হইতে এই লোকত্রয় সৃষ্ট হইয়াছে, আপনি ব্রহ্মাবিষ্ণু ও মহেশ্বর নামে ত্রিবিধ রূপ ধারণ করিয়াছেন। আপনি স্বয়ং পরমাত্মা। নারায়ণ! আপনি প্রণবপদবাচ্য, জগন্ময় ও জগদাশ্রয়। হে মধুসূদন! আপনি মর্ত্ত্যলোকের কলুষনাশ করিবার জন্য নানা সময়ে নানা রূপ পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হে ভবকলুষনাশন, অধমতারণ! আজি ভবদীয় পদরজঃ মস্তকে ধারণ, ও লোকবিমোহন নবজলধররূপ প্রত্যক্ষ করিয়া আমার জন্ম সার্থক হইল। হে জগন্নিবাস! আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, নির্ম্মল জ্ঞান-স্বরূপ, ও নিখিল জগতের আধারভূত। দেবদেব জগন্নাথ! আপনি বিকারশূন্য, সর্ব্বকার্য্যপ্রবর্ত্তক, এবং বিশ্বসংসারের কার্য্যসাক্ষিস্বরূপ। হে নারায়ণ! সাত্ত্বিকগণ আপনার নব-জলধরসদৃশ মনোমোহন রূপ ধ্যান করিতে করিতে অক্লেশে দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়াছেন ও হইতেছেন। প্রভো! আপনি সগুণ ও নির্গুণ। আমি সামান্যা নারী হইয়া আপনার মহিমা কিরূপে জানিব। ব্রহ্মাদি দেবগণ সহস্র বৎসর ধ্যানযোগে অবস্থান করিয়াও আপনার মহিমার বিন্দু-মাত্রও অবগত হইতে পারেন নাই। ভক্তবৎসল! পতিত-পাবন! কৃপাবিতরণে এই জ্ঞানহীনা তনয়ার দুষ্কৃতি নিবারণ করুন। হে দীনজনশরণ! চরমে যেন ঐ পরমপদ প্রাপ্ত

হই। অহল্যা এইরূপ স্তব করিতে করিতে বারম্বার রাম ও লক্ষ্মণের চরণবন্দনা করিয়া পতিসেবার্থ হিমাচলোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সূর্য্যদেব সমস্ত দিবসের পরিশ্রমে তেজো-হীন হইয়া ক্রমে ম্লানমুখে অস্তাচলচূড়াস্থ আলয়ে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল পতিবিরহে ম্রিয়মাণা সন্ধ্যাসতী এক্ষণে উল্লসিতান্তঃকরণে নীলাম্বর পরিধান,ও ললাটে সিন্দূর-বিন্দু ধারণ পূর্ব্বক, গ্রীবাদেশ উন্নত করিয়া, স্বীয় পতির আগমনপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ; এবং ভগবান্ শশাঙ্ক-দেব দৃষ্টিগোচর হইলে, লজ্জায় ও আনন্দে অবনতমুখী হইয়া, পরিহিত নীলবসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, শুভ্রবসনপরিধানকালে ব্যস্ততা প্রযুক্ত ললাটস্থ সিন্দূরবিন্দু মুছিয়া ফেলিলেন। বিহঙ্গমগণ কলকলস্বরে বিশ্বনাথের জয়ঘোষণা করিয়া আলয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইল। দিবাসখী দিগঙ্গনাগণ ভর্ত্তৃশোকে ম্লানমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সুরবালাগণ মর্ত্ত্যলোকের এই অভাবনীয়পরিবর্ত্তনদর্শনমানসে ব্যগ্রান্তঃকরণে গগনগবাক্ষ উন্মোচন করিলেন। নিশানাথ সূর্য্যাস্তগমনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া সহাস্যে নভঃপ্রদেশে উপনীত হইলেন। জগতের কোলাহল ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল। কার্য্যের রাজত্ব শেষ হইল দেখিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিনী নিদ্রাদেবী স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া জগৎকে নিস্তব্ধ হইবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র সহ প্রকৃতির এতাদৃশ পরিবর্ত্তন,ও নিদ্রাদেবীর রাজ্যাভিষেক দর্শন করিয়া বালকের ন্যায় তদাজ্ঞা পালন করিবার নিমিত্ত শয়ন করিলেন। সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন ঊষাসমাগমে রাম, লক্ষ্মণ ও মহর্ষি নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বদিক ক্রমে রক্তিমরাগে রঞ্জিত হইতেছে; এবং দিগঙ্গনাগণ দিনমণির আগমনে আনন্দিতান্তঃকরণে গাত্রোত্থান করিতেছেন। ঊষা সতীও পতিসমাগমে আনন্দিত হইয়া সহাস্যবদনে ললাটে বালার্কসিন্দূরবিন্দু ধারণ পূর্ব্বক আনন্দ-বসনে ও আনন্দ-ভূষণে সজ্জিতা হইয়া গাত্রোত্থান করিতেছেন। পূর্ব্ব দিকে দিবাকরকে আরক্তনয়নে স্বাভিমুখে ধাবমান হইতে দেখিয়া শশঙ্কিত শশাঙ্কদেব মলিনাস্যে পলায়ন করিতেছেন। নিশা-সুখোন্মত্তা কুমুদিনী পতিবিরহে বিষণ্ণাবনতবদনে চিন্তা করিতেছে। দিবা-বিহারাভিলাষোল্লসিতা সরোজিনী স্বচ্ছ-সরঃসলিলাসনে উপবেশন পূর্ব্বক কুমুদিনীর এতাদৃশী দশা বিলোকন করিয়া হাস্য করিতেছে। পেচক প্রভৃতি নিশাচর পক্ষিগণ দিবাগমনদর্শনে স্ব স্ব কোটরে প্রবিষ্ট হইতেছে, এবং কাক কোকিল প্রভৃতি দিবাচর পক্ষিগণ পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যজ্যোতিঃ প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আনন্দিতান্তঃকরণে রব করিতে করিতে শূন্যে উড্ডীয়মান হইতেছে। বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণ এই সময়ে সুরধুনীসলিলে স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া বিদেহপুরে প্রবেশানন্তর, রাজভবনাভিমুখে গমন, ও রাজ্যের অনুপম শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। রাজ-বর্ত্মের উভয় পার্শ্বেই সুবিশাল সৌধমালা অমরাবতীকে উপ-হাস করিয়া বিরাজ করিতেছে। প্রজাবর্গ সুখসমৃদ্ধিসম্পন্ন, ও

সকলেই ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত। প্রায় সর্ব্বস্থানেই যজ্ঞস্থান ও পুষ্পকাননাদি অনুপম শোভা বিকাশ করিতেছে। ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক জাহ্নবীজীবনে অবগাহন করিয়া নিবিষ্টচিত্তে বেদপাঠ করিতেছেন। বিহঙ্গমগণ বেদপাঠ-প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণগণের মনস্তুষ্টিসম্পাদনমানসে সুমধুরস্বরে গান-করিতেছে; বায়ু তাঁহাদিগের শরীর শীতল করিবার নিমিত্ত গঙ্গাগর্ভে অবগাহনানন্তর পবিত্রদেহে পুষ্পগন্ধ বহন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। অধিক কি, এক্ষণে নগর অদৃষ্টপূর্ব্ব অলৌকিক শোভা ধারণ করিয়াছে। সর্ব্বস্থানই আনন্দময়। সীতাসয়ম্বরোপলক্ষে নগরবাসিগণ সকলেই আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছে। সকলেই আনন্দ-বসনে ও আনন্দ-ভূষণে সুসজ্জিত; কাহারও মুখে নিরানন্দের চিহ্নমাত্র পরিদৃষ্ট হইতেছে না। কোথায়ও তাণ্ডবতাণ্ডবীগণ বিবিধবসনভূষণে পরিশোভিত হইয়া, দেহ দোলায়মান করিয়া, নৃত্য করিতে করিতে দর্শক-বৃন্দের মনোরঞ্জন করিতেছে। কোথায়ও বা গায়কগায়কীগণ নানাবিধ কণ্ঠস্বরে তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত গান করিয়া শ্রোতৃ-বর্গের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতেছে। কোথাও বাদকগণ বহুবিধ বাদ্যযন্ত্রবাদনে বিশেষরূপে স্ব স্ব পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। কোথায়ও বা অন্তঃপুরকামিনীগণ জয়ধ্বনি করিয়া বিবাহসংগীত গান করিতেছে। কোথায়ও যোদ্ধৃবর্গ কৃত্রিম যুদ্ধ করিতে করিতে আপনাদিগের অসীম রণ-কৌশলের পরিচয় প্রদান করিতেছে; কোথাও ভোজবাজী, কোথাও অশ্বচালনা, কোথায়ও করিযুদ্ধ প্রভৃতি নানাবিধ কৌতুকর কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। ফলতঃ, নগরবাসিগণ

সকলেই আমোদ প্রমোদে নিরত। মহর্ষি বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণ হৃষ্টান্তঃকরণে বিদেহনগরের এতাদৃশী মনোহারিণী শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে রাজভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

রাজর্ষি জনক দূতমুখে পরমপূজনীয় কুশিকতনয়ের শুভাগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র নিরতিশয় ব্যগ্রতা সহকারে কুলপুরোহিত শতানন্দকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। ক্ষণকাল পরে রাজর্ষি জনক দূর হইতে সানুজ রামচন্দ্র ও বিশ্বামিত্রকে অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে সতানন্দকে বলিলেন, ভগবন্! ঐ দেখুন তেজঃপুঞ্জসম্পন্ন ভগবান্ বিশ্বামিত্র দেবসুতোপম বালকদ্বয় সমভিব্যাহারে আগমন করিতেছেন। আপনি কি অবগত আছেন, এ বালকদ্বয় কোন মহাত্মার ঔরসজাত? কি চমৎকার রূপ! মানবকুলে এরূপ অনুপম-সৌন্দর্য্যশালী পুরুষের জন্ম কি সম্ভব? উহাদের একটী সুনীল জলধরের ন্যায় শ্যামবর্ণ। আহা! কেমন সুদর্শন পুরুষ! উহার পদ্মপলাশপ্রতিম লোচনদ্বয় শ্রুতিমূল স্পর্শ করিয়াছে, বাহুযুগল করিকরসদৃশ ও আজানুলম্বিত, বক্ষঃস্থল বিশাল, নাভী সুগভীর, কটিদেশ ক্ষীণ, এবং নাসিকা, কর্ণ ও ঊরু প্রভৃতি সমুদায়ই সুগঠিত। হস্তে ভুবনবিজয়ী কোদণ্ড। উহার জ্যোতিঃপূর্ণ সবল শরীরদর্শনে বোধ হয় যে, ঐ বালক ইচ্ছা করিলে নিমেষমধ্যে ব্রহ্মাণ্ডলয় করিতে পারে। অপরটী শারদ পূর্ণশশির ন্যায় উজ্জ্বলকান্তি। কি অপরূপ সৌন্দর্য্য! যজ্ঞভস্মাচ্ছাদিত, শ্বেতকলেবর মহর্ষি এবং ঐ

বালকদ্বয়ের একত্র সম্মিলনে কি অপরূপ শোভাই সংঘটিত হইয়াছে! দেব! ঐ বালকদ্বয়কে দর্শন করিয়া অকস্মাৎ আমার হৃদয় আনন্দ ও স্নেহরসে অভিষিক্ত হইল কেন? উহাদিগকে ক্রোড়ে লইতে ইচ্ছা হইতেছে কেন? কি মনোমোহন রূপ! আমার বোধ হইতেছে যেন ঐ নবজলধর শ্যাম বালকটীই হরকোদণ্ডভঙ্গ করিয়া শরদিন্দুনিভাননা আমার সীতার পাণিগ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে। আহা! এরূপ শুভ সম্মিলন সংঘটিত হইলে কি অপূর্ব্ব শোভাই বিকাশিত হইবে। কিন্তু বালকের নবনীততুল্য কোমলাঙ্গ দর্শন করিয়া সময়ে সময়ে আমার মন নৈরাশ্যসাগরে নিমগ্ন হইতেছে। এক এক বার মনে হইতেছে, কেন আমি এরূপ কঠিন পণ করিলাম; আবার উহার দেবোপম সৌন্দর্য্য ও তেজঃপূর্ণ কলেবর দর্শন করিয়া সে ভাব অন্তর্হিত হইতেছে। রাজর্ষি জনকের এবম্বিধ চিত্তচাঞ্চল্যদর্শনে শান্তমূর্ত্তি শতানন্দ বলিলেন, রাজন্! আপনার এরূপ চিত্তচাঞ্চল্যের কিছুমাত্র আবশ্যকতা দেখিতেছি না। যখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র এই সময়ে ইহাঁদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া ভবদীয় ভবনে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই ইহার কোন কারণ আছে, এবং বালকদ্বয়ও সামান্য মানব বলিয়া বোধ হইতেছে না। যাহা হউক মহর্ষির নিকট সমস্ত অবগত হওয়া যাইবে।

রাজর্ষি জনক ও তদীয় পুরোহিত এবম্প্রকার কথোপকথন করিতেছেন, এরূপ সময়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলে, উভয়ে যথাবিধি তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন, এবং রাজর্ষি জনক বলিলেন,

ভগবন্! আপনার শুভাগমনে রাজধানী পবিত্র হইল। এরূপ সময়ে ভবাদৃশ মহাত্মাদিগের আগমন নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। সেই নিমিত্তই কার্য্যের প্রারম্ভেই ভবদীয় আশ্রমে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলাম; কিন্তু দূত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আশ্রমে ভগবানের অনুপস্থিতি জ্ঞাপন করিয়া বলিল যে, আশ্রমস্থ অন্যান্য ঋষিবৃন্দের নিকট সংবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহারা বলিয়াছেন যে, আপনি আশ্রমে উপস্থিত হইবা-মাত্রই তাঁহারা আপনাকে এই সংবাদ প্রদান করিবেন। কিন্তু অদ্যাবধি ভবদদর্শনে মনে করিয়াছিলাম যে, আপনি আশ্রমে-প্রত্যাগত হয়েন নাই। এক্ষণে অকস্মাৎ দূতমুখে ভবদীয় শুভাগমনবার্ত্তাশ্রবণে অপরিসীম আনন্দ সহকারে আগমন পূর্ব্বক পথিমধ্যেই ভগবানের সন্দর্শনলাভ করিয়া চরিতার্থ হইলাম। ভগবন্! আশ্রমের সমস্ত কুশল ত? যজ্ঞাদি কর্ম্মকলাপ ত নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া থাকে? দুরাচার নিশাচরগণ বোধ হয় এত দিন দেবোদ্দিষ্ট-কার্য্য-ব্যাঘাত জন্য ভবদীয় কোপানলে পতিত হইয়া ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়াছে।

রাজর্ষি জনকের এতাবদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র সহাস্যবদনে বলিলেন, রাজন্। আজি তিন দিবস হইল আমাদিগের যজ্ঞাদি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে। যৎকালে আপনার দূত মদীয় আশ্রমে গমন করিয়াছিল, সেই সময়ে আমি দুরাচার নিশাচরগণের বধসাধনোপায়করণমানসেই স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলাম। মহারাজ! যখন ব্রহ্মবর-প্রাপ্ত রাক্ষসগণকে বিনাশ করা মাদৃশ লোকের অসাধ্য

দেখিলাম, তখন নানা প্রকার চিন্তা করিয়া পরিশেষে মর্ত্ত্য-লোকপূজিত অযোধ্যাধামে গমন পূর্ব্বক রাজাধিরাজ মহারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র নরনারায়ণ রামচন্দ্র ও তদানুজ শ্রীমান্ লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া আশ্রমোদ্দেশে আগমন করিতে লাগিলাম। পথিমধ্যে অমিতবিক্রম রামচন্দ্র বীরোচিত পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া, বিশ্বনাশিনী, প্রভূতবলশালিনী তাড়কানাম্নী রাক্ষসীর বিনাশসাধন করিলেন। তদনন্তর সিদ্ধাশ্রমে উপস্থিত হইয়া ভ্রাতৃদ্বয় অলৌকিক যুদ্ধকৌশল ও অতুল বিক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক তপোবিঘ্নকারী দুর্দ্ধর্ষ সুবাহু ও মারীচপ্রমুখ শত সহস্র রাক্ষসকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে নিশাচরদিগের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। পরে শিষ্যবর্গ-সন্নিধানে ভবৎপ্রেরিত সংবাদ শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে রামলক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে বিদেহপুরাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলাম। পথিমধ্যে গৌতমাশ্রমে আগমন করিলে পর পাষাণময়ী অহল্যার শাপবিবরণ স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল, এবং সানুজ রামলক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলাম। শ্রীরামচন্দ্রের চরণাম্বুজরজঃস্পর্শে অহল্যা শাপবিমুক্তা হইলেন। অনন্তর রাত্রি সমাগতা হইলে আমরা তথায় রজনী যাপন করিয়া অদ্য ভবদীয় রাজধানীতে প্রবিষ্ট হইয়াছি। রাজন্! এই নবজলধরপ্রতিম বালক মহারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠ তনয় রামচন্দ্র, এবং এই ফুল্লেন্দিবরকান্তি বালক তদীয় তৃতীয় তনয় লক্ষ্মণ। ইহাঁরা সুরাসুরবিজয়ী মহেশ্বর-ধনু ও ভবত্তনয়ার সয়ম্বরদর্শনমানসে আমার সহিত আগমন

করিয়াছেন। রাজা জনক মহর্ষির এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যগ্রতা সহকারে রামলক্ষ্মণের যথাবিধি অভ্যর্থনা করণানন্তর তাঁহাদিগের সকলকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্ব-ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। রাম ও লক্ষ্মণ প্রবেশকালে বিস্ময়া-বিষ্টান্তঃকরণে, অনিমেষনয়নে, চতুর্দ্দিকের অনুপম সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে করিতে সভাতলাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে সকলে সভাসমীপে উপনীত হইলে, রাম ও লক্ষ্মণ তত্রত্য অনুপম শোভা সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। ঊর্দ্ধে বিবিধ-মণিমাণিক্য-খচিত সুনীল চন্দ্রাতপ বিস্তৃত রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে বহুবিধ-মহামূল্য-প্রস্তরখচিত স্তম্ভসমূহ সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইয়া অপরূপ শোভা বিকাশ করিতেছে। নিম্নদেশে নানাবিধ মহামূল্য প্রস্তরালঙ্কৃত বহুসংখ্যক স্বর্ণসিংহাসনে প্রবলপ্রতাপ নরপতিগণ বিরাজ করিতেছেন। সকলেই হীরক, মণিমাণিক্য, ও সুবর্ণাদি খচিত বহুমূল্য পরিচ্ছদে সুশোভিত। ভৃত্যগণও নানাবিধ বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া চামর ও ব্যজনাদি ব্যজন করিতেছে। চতুর্দ্দিকে বৈতালিকগণ মঙ্গল গীত গান করিতেছে। নানাবিধ কুসুম ও চন্দনাদির সৌরভে সভাতল আমোদিত। রাজভবনের সর্ব্বত্রই আনন্দ বিরাজ করিতেছে। কোন স্থানেই নিরানন্দের লেশমাত্র নাই। কিন্তু সভাতল নীরব; প্রবলপ্রতাপশালী মহাবীর্য্যসম্পন্ন নরপতিগণ নীরবে অধোবদনে উপবিষ্ট। কাহারও মুখে আনন্দের চিহ্নমাত্রও পরিদৃষ্ট হইতেছে না।

রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সমভিব্যাহারে সভাতলে উপনীত হইলে, রাজা জনক তাঁহাদিগকে বিচিত্র আসনে

উপবেশন করাইলেন। তদনন্তর মহর্ষি সভাস্থ রাজন্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে সভাতলসমবেত মাননীয় নৃপতিবর্গ! মৎসমভিব্যাহারী এই বালকদ্বয় মর্ত্ত্যলোক-পূজিত, প্রবলপ্রতাপশালী, মহামান্য অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের ঔরসজাত। তপোবিঘ্নকারী, দুরাচার রাক্ষস-গণের উপদ্রবনিবারণার্থ ইহাঁদিগকে মদীয়াশ্রমে আনয়ন করিয়াছিলাম। তথায় বিদেহরাজদুহিতার সয়ম্বরবিবরণ শ্রবণ করিয়া, বিশ্বেশ্বর-ধনু-দর্শন-বাসনায়, ইহাঁরা মৎসমভি-ব্যাহারে এই স্থানে আগমন করিয়াছেন। মহর্ষির এই কথা শুনিয়া সভাতলস্থ সমস্ত নরপতিই রামলক্ষ্মণের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিলেন, এবং রাজর্ষি জনকও বিহিত সম্মান সহকারে অভ্যর্থনাকার্য্য সমাপন করিয়া, তাঁহাদিগের অব-লোকনার্থ বিশ্বেশ্বরশরাসন আনয়ন করিবার জন্য শীঘ্র স্বীয় মন্ত্রীকে প্রেরণ করিলেন।

মন্ত্রিবর হরকোদণ্ড আনয়ন করিবার জন্য অন্তঃপুরে গমন করিলে পর রাজা জনক বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি পণ করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এই মহেশ্বরপ্রদত্ত ধনু উত্তোলন করিয়া, উহাতে জ্যারোপণ পূর্ব্বক, উহা দ্বিধা বিভক্ত করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহাকেই প্রাণসমা সীতা সম্প্রদান করিব। কিন্তু ভগবন্! এই সয়ম্বরসভাস্থ নৃপতিগণের মধ্যে কেহই সেই ধনুকোত্তোলনে সমর্থ হয়েন নাই। অতএব যদি রামচন্দ্র এতৎকার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকেই মদীয়াত্মজা সীতা সমর্পণ করিব। রাজা জনক এই বলিয়া নিরস্ত হইলে বিশ্বামিত্র কহিলেন,

রাজন্! আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে যে, অমিতবিক্রম রামচন্দ্র নিশ্চয়ই এতৎকার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হইবেন। অতএব সত্বর ইহাঁকে ধনুক প্রদর্শন করান। মহর্ষি ও জনক এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে বহুসংখ্যক-ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরেই মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চসহস্রসংখ্যক বাহক শতঘণ্টাসমন্বিত, স্বর্ণপট্টশোভিত বিশ্বেশ্বরশরাসন আনয়ন করিয়া রামচন্দ্রের সম্মুখে স্থাপন করিল। রাজীবলোচন রামচন্দ্র বিচিত্র কোদণ্ডদর্শনে আনন্দিত হইয়া, পরিকরাদি দৃঢ়রূপে বন্ধন পূর্ব্বক, বাম হস্তে ধারণ করিয়া অবলীলাক্রমে সেই প্রকাণ্ড শরাসন উত্তোলন করিলেন। তদ্দর্শনে সভাস্থ নরপতিগণ অনিমেষনয়নে তাঁহার এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরবাসিনীগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিতে করিতে রামদর্শনমানসে ত্রস্তান্তঃকরণে গবাক্ষমধ্য হইতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের মনোমোহন মুখ বিলোকন করিয়া সাতিশয় আনন্দ অনুভব করিলেন। সভাস্থ সকলেই কিশোরবয়স্ক রাঘবের এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্টান্তঃকরণে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এ বালক কখনই সামান্য মনুষ্য নহে। ক্ষণকাল পরে রাম দক্ষিণ হস্তদ্বারা ধনুঃপ্রান্ত অবনমিত করিয়া তাহাতে জ্যারোপণ করিলে, ঘোর রবে মেদিনী কম্পিত করিয়া ধনুর্দ্দ্বিধা ভগ্ন হইল। সেই শব্দে ত্রিলোক প্রতিধ্বনিত হইল, দেবতাগণ স্তম্ভিত হইলেন, এবং বাসুকি পর্য্যন্ত কম্পিত হইতে লাগিলেন। সভাস্থ সকলেই

এই ভয়ানক শব্দ শ্রবণে অচেতন হইয়া স্ব স্ব আসনোপরি পতিত হইলেন। সুরগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। পুরবাসিগণও সেই গভীর শব্দে চৈতন্যহীন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সেই ত্রিলোকবিকম্পী ঘোর শব্দশ্রবণে লক্ষ্মীরূপিণী সীতাদেবীর কেশাগ্রমাত্রও বিচলিত হইল না। তিনি পুষ্পমাল্যাদি হস্তে ধারণ করিয়া স্থিরভাবে সভাসমীপে দণ্ডায়মানা রহিলেন। যিনি চৈতন্যরূপিণী, তাঁহার আবার চৈতন্যাচৈতন্য কি? কিছুকাল পরে সকলেই পুনরায় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব আসনোপরি উপবেশন করিলেন। সীতাদেবী তদ্দর্শনে সহাস্যবদনে রামকণ্ঠে সচন্দন পুষ্পমাল্য প্রদান করিয়া লজ্জিতা ও আনন্দিতা হইলেন। সীতার মুখশ্রীদর্শনে সভাস্থ সমস্ত নরপতি বিস্ময়ান্বিত হইলেন। মেঘোন্মুক্ত-শশধর-সদৃশ, স্নিগ্ধজ্যোতিঃসম্পন্ন, সুন্দর আনন যুগপৎ লজ্জায় ও আনন্দে অভিভূত হইয়া কি অপরূপ শোভা ধারণ করিল! কৃষ্ণকেশরাজি রাহুর ন্যায় মুখশশিগ্রাসকরণমানসে গুল্‌ফ হইতে ললাটপ্রান্ত পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে; কিন্তু অধরের বালসূর্য্যসদৃশ লোহিত জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিয়া, দিবাকরদেব সমুপস্থিত বিবেচনায় প্রত্যাবর্ত্তনমানসে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক শুভ্রবসনরূপ তুষাররাশিতে পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতেছে। অবগুণ্ঠনবতী স্তনরূপিণী কুমুদিনী নিশানাথের বিপদ্‌রাশি বিদূরিত হইল দেখিয়া ঈষদুন্নতমস্তকে রাহুর প্রতিগমনপথ নিরীক্ষণ করিতেছে। কমলদলসদৃশ নয়নযুগল শ্রুতিমূল স্পর্শ

করিয়াছে, কটিদেশ ক্ষীণ ও নিতম্ব প্রশস্ত। সীতার এবম্বিধ রূপরাশিদর্শনে বিশ্বামিত্র মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইনি কখনই মানবী নহেন। নিশ্চয়ই চৈতন্যরূপিণী, বৈকুণ্ঠ-বাসিনী কমলাদেবী নারায়ণের মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণদর্শনে, তদীয়সহবাসসুখে পরিতৃপ্ত হইয়া ভূভারহরণকার্য্যে তাহার সহায়তা করিবার নিমিত্ত, মনুষ্যকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং নরনারায়ণ রামচন্দ্র ব্যতীত আর কেহ এই ধনুর্ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইবেন কেন? অন্তঃপুরবাসিনীগণও গবাক্ষ-জালরন্ধ্র হইতে রামচন্দ্রের এতাদৃশ অলৌকিক রূপরাশি নয়নগোচর করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

জনকনন্দিনী রামচন্দ্রের গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করিলে পর, অন্তঃপুরকামিনীগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন, বাদকগণ নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদন করিয়া আকাশ ও ভূমিতল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল, ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণ বিবিধ মাঙ্গলিক শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, সৈন্যগণ জয়নিনাদে মেদিনী পরিপূর্ণ করিল, এবং অশ্বগণ আনন্দে হেষারব,ও মাতঙ্গগণ উন্মত্তচিত্তে বৃংহিতধ্বনি করিতে লাগিল। ফলতঃ, অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠ তনয়, সর্ব্বগুণান্বিত, শ্রীমান্ রামচন্দ্র হরধনুর্ভঙ্গ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া সকলেই হর্ষবিকশিতাননে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। মহর্ষি বিশ্বামিত্র বারম্বার রামের মুখচুম্বন ও মস্তকাঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। রাজর্ষি জনকও আনন্দে অধীর হইয়া বারম্বর রামকে স্বীয় অঙ্কে ধারণ করিতে লাগিলেন এবং সভাস্থ নৃপতিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে জগন্মান্য

নরপতিবর্গ! অদ্য অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠ তনয় রামচন্দ্র সভাসম্মুখে হরকোদণ্ড ভঙ্গ করিয়াছেন, সুতরাং তিনিই মদীয়াত্মজা সীতার পাণিগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। সীতাও তাঁহারই গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করিয়াছেন। মহারাজ দশরথও আভিজাত্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য এবং বর্ত্তমান সময়ে নৃপতিগণের মধ্যে তাঁহার ন্যায় প্রতাপশালী আর কেহই নাই। আবার, রামচন্দ্রের অতুলনীয় প্রভাব ও সৌন্দর্য্যাবলোকনে তাঁহাকে মানব বলিয়া বোধ হয় না। যাঁহার প্রবল প্রতাপে নরঘাতিনী, ভীষণাকৃতি তাড়কা বিনষ্ট হইয়াছে, যিনি স্বীয় বাহুবলে তপোবিঘ্নকারী দুরাচার নিশাচরগণের বিনাশসাধন করিয়া ঋষিবৃন্দের তপোবিঘ্ন নিরাকৃত করিয়াছেন, যাঁহার জগত্তারণপদারবিন্দরজঃস্পর্শে পাষাণময়ী অহল্যা মানবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, এবং যিনি এই স্বয়ম্বরসভায় সর্ব্বজনসমক্ষে অবলীলাক্রমে প্রকাণ্ড হরকোদণ্ড ভঙ্গ করিলেন, তিনি কি মানব ? কি অপরিসীম বিক্রম ও অনুপম সৌন্দর্য্য ! এরূপ বিক্রম ও সৌন্দর্য্য কি মানবশরীরে সম্ভবে ? যাহা হউক, এরূপ অবস্থায়, বোধ হয়, উপস্থিত বিবাহে কাহারও অসম্মতি হইবে না। আমারও সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে, অবিলম্বেই এই শুভকার্য্য সম্পন্ন হউক। হে মাননীয় নরপতিগণ! আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেই আমি চরিতার্থ হইব। নৃপগণ জনকের এতাবদ্বাক্যশ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া সকলেই এই শুভ পরিণয়ের অনুমোদন করিলেন, এবং বিবাহদিবস পর্য্যন্ত বিদেহপুরে অবস্থিতি করিতে সম্মত হইলেন। অনন্তর মহর্ষি বিদেহপতিকে

সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজন্! সত্বর মহারাজ দশরথের সন্নিধানে এই সংবাদ প্রেরণ করুন। তিনি বিবাহস্থলে আগমন না করিলে বা উপস্থিত বিষয় অবগত না হইলে এতৎকার্য্য সম্পন্ন করা উচিত নহে। যদিও ইহাতে তাঁহার অণুমাত্র অসম্মতি হইবে না, তথাপি পিতার অজ্ঞাতসারে পুত্রোদ্বাহ সম্পন্ন হওয়া লোকাচারবিরুদ্ধ। বিশেষতঃ, যুবরাজ রামচন্দ্রের বিবাহে অযোধ্যাপুরী অমরাবতীর ন্যায় সজ্জীকৃত হইবে এবং প্রজাবর্গ আনন্দোন্মত্ত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিবে। তদ্ভিন্ন, দীন, দরিদ্র, অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ আশা করিয়া রহিয়াছে যে, যুবরাজের বিবাহ উপস্থিত হইলেই তাহাদিগের ঘোর দুঃখনিশার অবসান হইবে। এ দিকে রঘুকুলের স্বর্গীয় পিতৃপুরুষগণ আশা করিয়া রহিয়াছেন যে, সূর্য্যবংশসম্ভূত কাহারও উপনয়ন বা বিবাহাদি কোন শুভ কার্য্য সংঘটিত হইলেই তাঁহাদিগের ক্ষুৎপিপাসা কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইবে। মহারাজ এ বিষয় অবগত না হইলে এ সকলের কিছুই সম্পন্ন হইবে না। সুতরাং সর্ব্বাগ্রেই মহারাজ দশরথকে এই বিষয় অবগত করাইয়া তাঁহাকে এখানে আনয়ন করা কর্ত্তব্য। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া রাজা জনক শশব্যস্ত হইয়া কতিপয় দ্রুতগামী অশ্বারোহী দূতকে অযোধ্যাপতির সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন, এবং মহর্ষি ও রামলক্ষ্মণের অবস্থানের নিমিত্ত একটী সুশোভিত অট্টালিকা স্থির করিয়া, তাঁহাদিগকে তথায় রাখিয়া, নিজে বিবাহোৎসবানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অনন্তর জনকপ্রেরিত দূতগণ তুরগারোহণে ত্বরিতগতিতে সুরলোকপ্রতিম অযোধ্যাধামে উপনীত হইয়া, মহারাজ দশরথকে অভিবাদনকরণানন্তর, করযোড়ে রামচন্দ্রের কুশল জ্ঞাপন করিয়া কহিল, মহারাজ! আপনার দুই পুত্র, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, মহর্ষি বিশ্বামিত্র সমভিব্যাহারে তদীয় আশ্রমে গমনকালে পথিমধ্যে তাড়কানাম্নী রাক্ষসীর বিনাশসাধন করিয়াছেন, এবং আশ্রমে উপস্থিত হইয়া উভয়ে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া সুবাহুপ্রমুখ রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করিয়াছেন। তদনন্তর তাঁহারা জনকরাজতনয়া সীতাদেবীর স্বয়ম্বর-সংবাদ-শ্রবণে বিশ্বামিত্র সমভিব্যাহারে বিদেহপুরে গমন করেন। পথিমধ্যে রামচন্দ্র স্বীয়চরণাম্বুজরজঃপ্রদানে পাষাণময়ী অহল্যাকে শাপমুক্ত করিয়া, জনকরাজপুরীপ্রবেশানন্তর, বিশ্ববিজয়ী বিপুল বিশ্বেশ্বর-শরাসন ভঙ্গ করিয়াছেন। মহারাজ! বিদেহপতি রামচন্দ্রের সহিত তদীয়তনয়ার শুভ পরিণয় সম্পন্ন করিবেন স্থির করিয়া, সেই সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত, আমাদিগকে ভবৎসকাশে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং আপনার অনুপস্থিতে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হওয়া অনুচিত ভাবিয়া, বিদেহপুরে গমন করিবার নিমিত্ত আপনাকে অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রও এক পত্রী প্রেরণ করিয়াছেন। এই বলিয়া প্রধান দূত লিপিদ্বয় প্রদান করিল। অযোধ্যাপতি পত্রদ্বয় পাঠ করিয়া, অতীবহৃষ্টচিত্তে, প্রধান মন্ত্রী সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক মিথিলাগমনের অনুষ্ঠান

করিবার আদেশ প্রদান করিলেন, এবং নগরমধ্যে এই শুভ সংবাদ প্রচার করিয়া, প্রজাবর্গকে বিবাহোৎসবে যোগ দিবার নিমিত্ত আজ্ঞা প্রদান করিলেন। পুরনারীগণ এই শুভ সংবাদ অবগত হইয়া আনন্দে হুলুধ্বনি করিয়া মঙ্গলকার্য্যানুষ্ঠানে নিরত হইলেন। রাজপুরী, নগরতোরণ, রাজবর্ত্ম প্রভৃতি অপরূপ শোভায় সুসজ্জিত হইল। এই শুভ কার্য্যোপলক্ষে মহারাজ কোষাধ্যক্ষকে অজস্র ধন বিতরণ করিতে আদেশ করিলেন। নিমেষমধ্যেই সমাচার বায়ুর ন্যায় দেশ বিদেশে প্রচারিত হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিক হইতে দীন, দরিদ্র, অন্ধ, মূক, খঞ্জ প্রভৃতি বিকলাঙ্গ ব্যক্তিগণ দলে দলে রাজভবনাভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। কৌশিক প্রভৃতি কৌতুকপ্রদর্শকগণ নানাবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিল। নিষাদীগণ হৃষ্টচিত্তে করিস্কন্ধোপরি উপবিষ্ট হইয়া স্ব স্ব পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে লাগিল। সাদীগণ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নানাবিধ কৌতুক করিতে লাগিল। মল্লগণ অলিন্দোপরি দণ্ডায়মান হইয়া নানা প্রকারে অঙ্গকৌশল প্রকাশ করিতে লাগিল। কোথাও কলাবন্তগণ তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত গান করিয়া শ্রোতৃবর্গের পরিতুষ্টি সম্পাদন করিতে লাগিল; কোন স্থানে নর্ত্তকীগণ প্রীতিপূর্ণ কটাক্ষপাত, ও কটিদেশ দোলায়মান করিয়া নৃত্য করিতে করিতে দর্শকবৃন্দের চিত্তরঞ্জন করিতে লাগিল; কোথাও বাদ্যকর ও বংশীবাদকগণ স্ব স্ব যন্ত্রশব্দে রাজভবন পরিপূর্ণ করিতে লাগিল; কোথাও বা সৈন্যগণ রাজার আদেশানুসারে সজ্জীভূত হইয়া প্রাঙ্গণোপরি কৃত্রিম যুদ্ধ প্রদর্শন করিতে লাগিল; এবং অশ্বের হেসারব,

গজের বৃংহিতধ্বনি, ও শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যগণের কোলাহলশব্দে নগর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অধিক কি, মুহূর্ত্তমধ্যে সর্ব্বস্থানেই পূর্ণানন্দ বিরাজ করিতে লাগিল। ওদিকে অন্তঃপুরে মহিষীগণ আনন্দোন্মত্তচিত্তে সমারোহে শঙ্খঘণ্টাদি বাদন করিয়া নানাবিধ মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান, ও দরিদ্রদিগকে অজস্র ধন বিতরণ করিতে লাগিলেন। ঋত্বিকগণ নানাবিধ বৈদিককার্য্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক রাজতনয়গণের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন। চন্দন ও গুগ্‌গুলাদির গন্ধে রাজভবন আমোদিত হইল। ফলতঃ, অযোধ্যাপুরী বৈজয়ন্তীসদৃশ হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহারাজ দশরথ সানন্দে কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেব ও মন্ত্রিবর সুমন্ত্রের সহিত মন্ত্রভবনে প্রবেশ করিয়া বিদেহপুরগমনের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠদেব বলিলেন, মহারাজ! যখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, বিবাহের সমস্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে, এবং যখন তিনি আপনাকে মহিষী সহ সত্বর বিদেহনগরে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত পৃথক্ লিপি প্রেরণ করিয়াছেন, তখন আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করা বিধেয় নহে। মন্ত্রিবরও গমনোপযোগী সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন। অতএব সত্বর যাত্রা করাই কর্ত্তব্য। মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ সুমন্ত্র বশিষ্ঠবাক্যের অনুমোদন করিলে,দশরথ বশিষ্ঠদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেব! আপনাকেও আমাদিগের সহিত মিথিলাপুরে গমন করিতে হইবে। আপনি উপস্থিত না থাকিলে কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হইবে না। অতএব আমার একান্ত অভিলাষ যে, আপনি রামজননী

কৌশল্যা সমভিব্যাহারে সর্ব্বাগ্রে প্রস্থান করুন, আমি ভরত ও শত্রুঘ্নকে লইয়া পশ্চাৎ গমন করিতেছি। এই বলিয়া রাজা দশরথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কৌশল্যাকে মিথিলা-গমনের উদ্যোগ করিতে বলিলেন, এবং সুমন্ত্রকে রথ প্রস্তুত করিতে আদেশ প্রদান করিয়া, নিজেও প্রস্থানোচিত সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে বশিষ্ঠদেব সমাগত হইলে, কৌশল্যা নানাবিধ বহুমূল্য বসনভূষণে সজ্জিতা হইয়া, বেদবিৎ ব্রহ্মণগণ ও বশিষ্ঠদেব সহ রথারোহণে মিথিলাভি-মুখে যাত্রা করিলেন। বহুসঙ্খক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য প্রহরিস্বরূপে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। তাঁহারা প্রস্থান করিলে পর, রাজা দশরথ স্বীয় অনুপ-স্থিতিকালে রাজকার্য্যসম্পাদনের ভার কোষাধ্যক্ষের উপর অর্পণ করিয়া, তৎপর দিবস প্রত্যুষে বিবিধরত্নরাজিশোভিত পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া, সুমন্ত্র সহ রথারোহণে বিদেহ-পুরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। অশ্বারোহী, রথী ও পদাতিক প্রভৃতি সৈন্যগণ বহুসংখ্যক বাদ্যকর সহ মেদিনী কম্পিত করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল; তাহাদিগের পাদবিক্ষেপে বালুকারাশি চক্রাকারে আকাশপথে উড্ডীয়মান হইয়া চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিল। অশ্বের হেসারব, গজের বৃংহিতধ্বনি, সৈন্যের কোলাহল, বাদ্যযন্ত্রের শব্দ, এবং রথের গম্ভীর নির্ঘোষে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হইল। রামজননী কৌশল্যা বশিষ্ঠদেব সমভিব্যাহারে রথারোহণে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যস্থ নানাবিধ বিস্তীর্ণ অটবীদর্শনে পরম পুলোকিত হইলেন এবং মনে মনে জনকতনয়াসম্বন্ধে বহুবিধ আন্দোলন

করিতে লাগিলেন। এক একবার মনে করিতে লাগিলেন, না জানি জনকহিহুতা কতই সৌন্দর্য্যশালিনী! তপ্তকাঞ্চন-সদৃশ উজ্জ্বল বর্ণ, আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নযুগল, সুগঠন নাসাপুট ও শ্রবণযুগল, আগুল্‌ফ কৃষ্ণকেশ; রামে ও সীতায় কি অপরূপ মিলনই সংঘটিত হইবে। অমনি তাঁহার অন্তঃকরণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, ও নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। আবার পরক্ষণেই ভাবিতে লাগিলেন, যদি সীতা কুরূপা হয়, তাহা হইলে কখনই তাহার সহিত রামের বিবাহ দিব না। আবার ভাবিলেন, সীতা রাজনন্দিনী, সুতরাং কখনই সৌন্দর্য্যবিহীনা নহেন। কৌশল্যা এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে গমন করিতে লাগিলেন, এবং কাননপ্রদেশের মনোহারিণী শোভা ও বন্য জন্তু প্রভৃতি অবলোকন করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে যুগপৎ আনন্দ ও ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। বনপ্রদেশ অত্যন্ত সুশোভিত বটে কিন্তু বহুবিধ হিংস্র জন্তুর সমাবেশ বশতঃ অত্যন্ত ভয়াবহ। কোথায়ও নানাবিধ লতিকা সুদৃশ্যপুষ্পাভরণে বিভূষিতা হইয়া, নববিবাহিতা বধূর ন্যায় অবগুণ্ঠনাবৃতবদনে অবস্থিতি করিতেছে, এবং পরিমললোলুপ দ্বিরেফদল গুণগুণস্বরে তদুপরি উপবেশন করিলে, লজ্জা প্রযুক্ত বদনাবনত করিতেছে। কোথায়ও গগনস্পর্শী, শাখাসমন্বিত মহীরুহ সকল ফলভারে ঈষদবনত-মস্তকে অবস্থিতি করিতেছে, ও তদুপরি নানাবর্ণের বিহঙ্গম-কুল যথেচ্ছ ক্রীড়া করিতেছে। কোথায়ও প্রকাণ্ডকায় দ্বিরাপদলে সুন্দর কাননপ্রদেশ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কোথায়ও গণ্ডকগণের গাত্র-কণ্ডূয়নে বৃক্ষগণ মড় মড় শব্দে

ভূপতিত হইতেছে, কোথায়ও বা লুলাপদল দূরস্থ জলাশয়কে লক্ষ্য করিয়া মেঘের ন্যায় তদভিমুখে ধাবমান হইতেছে, কোথায়ও বা শার্দ্দূলসমূহ উল্কামুখীর প্রতি সক্রোধে দৃষ্টিপাত করিতেছে।

বনপ্রদেশের এতাদৃশী অবস্থা সন্দর্শন করিতে করিতে পথাতিবাহন পূর্ব্বক, বশিষ্ঠদেব ও মহিষী কৌশল্যা, তিন দিবস পরে মিথিলাপুরে উপস্থিত হইলেন। রাজর্ষি জনক দূতমুখে তাঁহাদিগের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত, স্বীয় কুলপুরোহিত শতানন্দ সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং কিয়ৎকাল পরে সাক্ষাৎ হইবামাত্র পুলকিতহৃদয়ে সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক, কুশলাদি জিজ্ঞাসাকরণানন্তর, তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়া পূর্ব্বস্থিরীকৃত এক সুসজ্জিত অট্টালিকায় তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহাদিগের পরিচর্য্যার্থ বহুসংখ্যক দাস দাসী নিযুক্ত হইল, এবং রাজর্ষি স্বয়ং মধ্যে মধ্যে সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন। দেবী কৌশল্যার আগমনে বিদেহরাজমহিষী সাতিশয় আনন্দিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন এবং পরস্পরে কথোপকথন করিয়া উভয়ে উভয়কে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। মহারাজ দশরথ ভরত ও শত্রুঘ্ন সমভিব্যাহারে আগমন করিতেছেন শুনিয়া, রাজর্ষি জনক উৎসুকচিত্তে তাঁহাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নগরের সর্ব্বস্থানই বিবিধপ্রকারে সজ্জীকৃত হইতে লাগিল। রাজভবনের চতুষ্পার্শ্বে, অন্তঃপুরমধ্যে, ও সভামণ্ডপে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া

বিবিধ বর্ণের সুদৃশ্য দীপাধার সকল স্থাপিত হইল। উর্দ্ধ-দেশে সুচিত্রিত, নানাবিধ-উজ্জ্বল-মণিমাণিক্য-খচিত, সুনীল চন্দ্রাতপ অপরূপ শোভা বিকাশ করিতে লাগিল। ফলতঃ, সেই দিন বিদেহরাজপুরী অপার্থিব সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইল।

বশিষ্ঠদেব ও রামজননী কৌশল্যা আগমন করিয়াছেন শুনিয়া, মহর্ষি বিশ্বামিত্র সানন্দে তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন, এবং কৌশল্যা ভক্তি সহকারে তদীয় চরণযুগল বন্দনা করিলে পর, তিনি রাম লক্ষ্মণের বাটী হইতে আগমন দিবস হইতে এ পর্য্যন্ত তাঁহারা পথিমধ্যে, আশ্রমে, ও রাজভবনে যে সমস্ত অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা সবিস্তার বর্ণন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাম ও লক্ষ্মণ পরমপূজনীয়া মাতা ও পরমারাধ্য বশিষ্ঠ-দেবের চরণবন্দনাকরণমানসে তথায় উপস্থিত হইলেন। কৌশল্যা রামলক্ষ্মণকে দর্শন করিবামাত্র পুলকিতান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া বারম্বার তাঁহাদিগের মুখচুম্বন ও মস্তকাঘ্রাণ করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন এবং তাঁহারাও মাতা ও কুলগুরু বশিষ্ঠের চরণারবিন্দ বন্দনা করিয়া সাতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে বিশ্বামিত্র তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষির সমভিব্যাহারে গমন পূর্ব্বক নগরের শোভাসন্দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর রামজননী কৌশল্যা সীতাকে দেখিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া, তাঁহাকে আনয়ন করিবার মানসে, অন্তঃপুরে এক পরিচারিকা প্রেরণ করিলেন।

পরিচারিকা সত্বর অন্তঃপুরে গমনপূর্ব্বক জনকরাজমহিষীর নিকট সেই সংবাদ প্রদান করিলে, তিনি হৃষ্টচিত্তে সীতাকে সঙ্গে লইয়া কৌশল্যার নিকট উপস্থিত হইলেন। কৌশল্যা মিথিলারাজমহিষীর আগমনে আহ্লাদিত হইয়া, সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনাকরণানন্তর, সীতার রূপমাধুরীদর্শনে যৎপরোনাস্তি পুলকিত হইলেন এবং তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বারম্বার তাঁহার মুখচুম্বন ও মস্তকাঘ্রাণ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। অনন্তর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আহা! আমার রামের সহিত সীতার বিবাহ হইলে কি অপূর্ব্ব মিলনই সংঘটিত হইবে। সীতা সহাস্যবদনে রামের বামদেশে দণ্ডায়মানা হইলে কি অপরূপ শোভাই বিকশিত হইবে। আমার রামও যেরূপ সুদর্শন, সীতাও তদ্রূপ রূপবতী। এক্ষণে ভগবানের ইচ্ছায় নির্ব্বিঘ্নে শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইলেই মঙ্গল। মহারাজ আগমন করিলে বিবাহের আর তিলার্দ্ধও বিলম্ব করা হইবে না। কৌশল্যা সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া অনিমেষনয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ, ও এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে অরুণদেব অস্তগিরিশিখরারোহণ করিলেন দেখিয়া, জনকরাজমহিষী ত্রস্তচিত্তে অন্তঃপুরে প্রতিগমনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, তাঁহার চৈতন্য হইল, এবং তিনি সীতাকে ক্রোড়দেশ হইতে অবতরণ করাইয়া, সাদরসম্ভাষণ পূর্ব্বক, তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। তাঁহারা প্রস্থান করিলে পর, কৌশল্যা বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, দেব! সীতার অপরূপ-রূপমাধুরীদর্শনে আমি সাতিশয় তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। সীতার ন্যায় সৌন্দর্য্যশালিনী বালিকা অদ্যাবধি আমার দৃষ্টিপথে

পতিত হয় নাই। যাহা হউক, এক্ষণে সত্বর শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইলেই সমস্ত মঙ্গল। মহারাজ এখনও আসিতেছেন না কেন? তিনি ত আমাদিগের আগমনের পরেই রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়াছেন? তবে এখনও তাঁহার আগমন-সংবাদ শুনা যাইতেছে না কেন? তিনি কি আসিবেন না? না; এরূপ ত বোধ হয় না। যদি তাঁহার আগমনে অসম্মতি থাকিত, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে এখানে প্রেরণ করিবেন কেন? কৌশল্যার এবম্বিধ চিত্তচাঞ্চল্য দর্শন করিয়া বশিষ্ঠদেব বলিলেন, দেবি! আমার বোধ হইতেছে, তাঁহার আগমনে কিছুমাত্র অসম্মতি নাই, তবে হয়ত তিনি সে দিবস অযোধ্যা হইতে বহির্গত হয়েন নাই, সেই জন্যই আগমনের বিলম্ব হইতেছে। এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে, তাঁহারা তৎকালোচিত ক্রিয়াকলাপ সমাপন করিয়া, পুনরায় মহারাজের আগমন-বিলম্ব-সম্বন্ধে নানাবিধ তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইলে, উভয়ে নিয়মানুরূপ আহারাদি সমাপন করিয়া শয়ন করিলেন। রামজননী কৌশল্যার রাত্রিতে নিদ্রা হইল না। তিনি উদ্বিগ্ন-চিত্তে মহারাজের আগমন-বিলম্বের কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে, তিনি নিশাশেষে নিদ্রা-ভিভূতা হইলেন। ক্ষণকাল পরেই জনগণের কোলাহলশব্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি সুপ্তোত্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজভবন অপরূপ শোভায় পরিশোভিত হইয়াছে, জনগণ ত্রস্তভাবে নানাবিধ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রাজপথাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, দূতগণ মুহুর্মুহুঃ সংবাদ লইয়া গমনাগমন

করিতেছে, অশ্বারোহিগণ দ্রুতগতিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, এবং রাজা জনক স্বয়ং সৈন্যগণকে সুশৃঙ্খলে শ্রেণীবদ্ধ করিতেছেন। দূরে রথচক্রের ঘর্ঘরশব্দ ও সৈন্যগণের কোলাহলধ্বনি শ্রবণগোচর হইতেছে। এই ব্যাপারদর্শনে কৌশল্যা, মহারাজ দশরথ আগমন করিতেছেন অনুমান করিয়া, অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইলেন এবং বশিষ্ঠদেবকে আহ্বান করিয়া বিবাহের শুভ দিন স্থির করিতে বলিলেন। বশিষ্ঠদেব মহিষীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দিন স্থির করিতেছেন, এরূপ সময়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, দেবি! মহারাজ উপস্থিতপ্রায়, ঐ শুনুন দূরে স্যন্দননির্ঘোষ শ্রুত হইতেছে, এবং রাজা জনক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত শশব্যস্ত হইয়া গমন করিতেছেন। মহারাজ এখানে উপস্থিত হইলে শুভ কার্য্য সম্পাদনের আর অধিক বিলম্ব করা হইবে না। অদ্যই বিবাহের উত্তম দিন, এরূপ লগ্ন সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বশিষ্ঠদেবও বিশ্বামিত্রবাক্যের অনুমোদন করিলেন। ক্ষণকাল পরে মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠদেব মহারাজকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। সূর্য্যদেব স্বীয়বংশাবতংস শ্রীরামচন্দ্রের শুভবিবাহসমাচার অবগত হইয়া সহাস্যবদনে পূর্ব্বাকাশে উদিত হইলে, যখন প্রকৃতি সুন্দরী হৃষ্টান্তঃকরণে গাত্রোত্থান করিলেন, তখন মহারাজ দশরথ মহাসমারোহ সহকারে জনকরাজভবনে উপনীত হইলেন। অযোধ্যাপতি মিথিলা-রাজপুরে উপস্থিত হইবামাত্র বাদ্যকরগণের বাদ্যশব্দে, অশ্বের হেসারবে, গজের বৃংহিতধ্বনিতে, এবং সৈন্যগণের

জয়নিনাদে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রাজর্ষি জনক, বহুসংখ্যক রাজা ও প্রজাবর্গে পরিবৃত হইয়া, শতানন্দ ও রামলক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে, ত্রস্তগতিতে মহারাজ দশরথের অভ্যর্থনার্থ তদীয় রথসমীপে গমন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলে, তিনি আনন্দিতচিত্তে রথ হইতে অবতরণ করিলেন, এবং যথোচিত অভিবাদনকরণানন্তর, শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া, জনকরাজভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক তথাকার অপরূপ শোভাবলোকনে পরম পুলকিত হইলেন। পুরবাসিগণ এবং প্রজাপুঞ্জ মহামান্য মহারাজ দশরথ ও তদীয় দেবোপম তনয়চতুষ্টয়ের একত্র সমাবেশদর্শনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। রাজা দশরথও পরমানন্দিতচিত্তে রামলক্ষ্মণকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের মুখচুম্বন ও মস্তকাঘ্রাণে সবিশেষ তৃপ্তি লাভ করিলেন। পরে বিশ্বামিত্র-মুখে তাঁহাদিগের কীর্ত্তিকলাপ শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন।

দশরথ কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলে পর, কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেব অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, মহারাজ! রাজমহিষীর বাসনানুসারে অদ্যই শুভবিবাহের দিন স্থির করা হইয়াছে, এক্ষণে মহারাজ অনুমতি করিলেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। রাজা দশরথ বশিষ্ঠদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, দেব! আপনি যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহাতে আমার অণুমাত্রও আপত্তি হইতে পারে না। আপনার যাহা অভিমত হয়, করুন। আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। রাজা দশরথের বচনাবসানে বিদেহপতি স্বয়ং

তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া, পূর্ব্বস্থিরীকৃত এক সুসজ্জিত অট্টালিকায় গমনপূর্ব্বক তথায় তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সৈন্যগণ ও অপরাপর জনগণেরও পৃথক্ পৃথক্ বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। রাজা দশরথ অট্টালিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার অপরূপ শোভাসন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি প্রীতিলাভ করিলেন। তাঁহার পরিচর্য্যার্থ বহুসংখ্যক ভৃত্য নিযুক্ত হইল, এবং রাজা জনকও স্বয়ং আসিয়া সমস্ত বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে মহর্ষি বিশ্বামিত্র অযোধ্যাপতির সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজর্ষি জনক আপনাকে একটি গূঢ় সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার একান্ত অভিলাষ যে, যেমন তিনি রামকে সীতা সম্প্রদান করিবেন, সেইরূপ লক্ষ্মণকে উর্ম্মিলানাম্নী স্বীয় দ্বিতীয়া কন্যা, এবং ভরত ও শত্রুঘ্নকে মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তিনাম্নী ভ্রাতৃকন্যাদ্বয়ও সম্প্রদান করেন। আপনার অভিপ্রায় অবগত না হইয়া তিনি স্বয়ং প্রস্তাবিত বিষয় মহারাজের গোচর করিতে পারেন নাই। মহারাজ! সীতা যেরূপ রূপবতী, উর্ম্মিলা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তিও তদ্রূপ। আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে আপনার অসম্মতি প্রকাশ করা উচিত নহে। দশরথ বিশ্বামিত্রবাক্যশ্রবণে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং কন্যাচতুষ্টয়ের সৌন্দর্য্যাদি বিশেষরূপে অবগত হইবার নিমিত্ত আহারান্তে কৌশল্যার মন্দিরে গমন করিলেন। কৌশল্যা দশরথের আগমনে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিতা হইয়া বলিলেন, মহারাজ! অদ্যই শুভ বিবাহের দিন স্থির করা হইয়াছে। আহা

সীতার ন্যায় রূপবতী কন্যা অদ্যাপি আমার নয়নপথে পতিত হয় নাই। সীতা ও রামে অতি অপূর্ব্ব মিলন সংঘটিত হইবে। আবার শুনিলাম, বৎসগণের সকলেরই বিবাহের বিষয় স্থিরীকৃত হইয়াছে, এবং অপর কন্যাত্রয়ও সীতার ন্যায় রূপবতী। সুতরাং তাহাতেও আমি সন্তুষ্টচিত্তে সম্মতি প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইলেই পরম মঙ্গল। এইরূপে মহারাজ দশরথ ও কৌশল্যা বিবাহ বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অরুণদেব অস্তাচলগমনানন্তর স্বীয় বংশধুরন্ধর বালকচতুষ্টয়ের শুভ পরিণয়ের সময় স্থিরীকৃত হইয়াছে অবগত হইয়াই যেন ত্বরিতগতিতে নভস্তলের পশ্চিম প্রান্তে অবতরণ করিলেন। বিহঙ্গমগণ দিবাকরের অস্তগিরিশিখরারোহণকাল সমুপস্থিত দেখিয়া, কলকলস্বরে স্বস্ব আবাসাভিমুখে গমন পূর্ব্বক, মিথিলাবাসী জনগণকে বিবাহের আয়োজন করিবার সময় জ্ঞাপন করিল। সূর্য্যদেব স্বভবনে প্রবেশ করিলে, নভস্তল নক্ষত্ররূপ অসংখ্য আলোকরাজিতে পরিশোভিত হইয়া অপরূপ শোভা ধারণ করিল। ক্ষিতিতলেও প্রকৃতি সুন্দরী গোলকপতির শুভপরিণয়দর্শনমানসে শ্বেত বসনে বিভূষিতা হইয়া শুদ্ধবেশে বিরাজ করিতে লাগিলেন। পবনদেব চতুর্দ্দিকে নানাবিধ সুগন্ধ বিকিরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে নৃপতিবর্গ ও সুধীগণ উপস্থিত হইলে, বৈবাহলগ্নের প্রারম্ভে, ধর্ম্মাত্মা জনক রঘুকুলাবতংস রামচন্দ্র ও তদীয় ভ্রাতৃত্রয়কে বিবাহসভায় আনয়ন করিয়া, বিবিধরত্নরাজিশোভিত, চন্দ্রাতপপরিবৃত, মুক্তাপুষ্পফলান্বিত,

বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণপরিবেষ্টিত স্বুবর্ণপীঠোপরি উপবেশন করাইলেন। অন্তঃপুরবাসিনীগণ রামচন্দ্রপ্রমুখ জামাতৃগণের আগমনে পরমানন্দে হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকেই মহারোলে মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। অনন্তর পুরোহিত শতানন্দ ও রাজা জনক, বশিষ্ঠদেব ও বিশ্বামিত্রের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক, শুভ লগ্নে বহ্নিস্থাপনান্তে, নানারত্ন-বিভূষিতা সীতাকে সভামণ্ডপে আনয়ন করিলেন, এবং মহারাজ জনক সস্ত্রীক উদ্বাহক্রিয়ার যথাবিধি অনুষ্ঠান পূর্ব্বক রামকরে কমলপত্রাক্ষী স্বীয় দুহিতাকে অর্পণ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। পুবনারীগণ মহানন্দে হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন, বাদ্যকরগণ গগনস্পর্শী শব্দ সহকারে মঙ্গলবাদ্য বাদন করিতে লাগিল, এবং দেবগণ প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে স্বর্গ হইতে নবদম্পতির মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র নবজলধরকান্তি রামচন্দ্রের বামদেশে সৌদামিনীসদৃশী সীতাদেবীকে দণ্ডায়মানা দেখিয়া হৃষ্টান্তঃ-করণে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, মন! আজি তুমি চরিতার্থ হইলে, নয়ন! আজি তোমার দৃষ্টিশক্তির স্বার্থকতা সম্পাদিত হইল, দেহ! আজি তুমি পরম পবিত্রতা লাভ করিলে। যে লক্ষ্মীনারায়ণকে একত্র দর্শন করিবার নিমিত্ত দেবগণ শত সহস্র বৎসর আরাধনা করিয়াও সফলকাম হইতে পারেন না, আমি আজি নয়ন ভরিয়া সেই মূর্ত্তিযুগল দর্শন করিতেছি; যে শ্যামবর্ণে পীতবর্ণ যুক্ত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, আমি আজি তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি; যোগী, ঋষি প্রভৃতি সাধুপুরুষগণ

যে শ্যামপীত-যোগ অন্তরে আবির্ভূত করিবার জন্য কঠোর তপস্যা করেন, আমি আজি অনায়াসে তাহা প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিতেছি; যে মাহেন্দ্রযোগ ক্ষণকালমাত্র নয়নগোচর করিলে জীবের মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, আমি আজি তাহা বহুক্ষণ যথেচ্ছ দর্শন করিতেছি। মন! প্রেমে বিভোর হইয়া, এই সময়ে একবার এই যুগলতীর্থে অবগাহন কর। রসনে! একবার সীতারামগুণগানে পরিতৃপ্ত হও। রাজা দশরথ সীতার অলৌকিক রূপলাবণ্য, ও রামসীতার অপূর্ব্ব সংমিলন-দর্শনে অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করিতে লাগিলেন। রাজ-পুরী আনন্দে বিভাসিত হইয়া উঠিল। অতঃপর বিদেহরাজ স্বীয় কন্যা উর্ম্মিলা, এবং মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তিনাম্নী ভ্রাতৃকন্যাদ্বয় লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে সম্প্রদান করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। পুরবাসিনীগণ মহানন্দে হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন, বাদ্যকরগণ ঘোররোলে বাদ্য-বাদন করিতে লাগিল, এবং সভাতলস্থ সকলে আহ্লাদে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। রাজা দশরথ অভিনব বধূদিগের মনোমোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরম পুলকিত হইলেন। নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ এবং ঋষিমণ্ডলীও মেঘে সৌদামিনী, ও অনলে বিজলী সদৃশ দম্পতিচতুষ্টয় দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

অনন্তর রাজর্ষি জনক দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! ভবদীয় তনয় রামচন্দ্র সাক্ষান্নারায়ণ। আজি আমি নারায়ণ-করে লক্ষ্মীকে সমর্পণ করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম। আমার সীতাও আদ্যা শক্তি লক্ষ্মী। এক দিন

যজ্ঞভূমিশোধনার্থ যখন আমি ভূমিকর্ষণ করিতেছিলাম, সেই সময়ে সীরাখাত হইতে শুভলক্ষণসমন্বিতা, ফুল্লেন্দিবর-নিভাননা এই কন্যা উত্থিত হইল। আমি অতীব বিস্ময়ান্বিত হইলাম এবং তত্র-সমবেত ঋষিবৃন্দের উপদেশ অনুসারে ইহাঁকে পুত্রীরূপে গ্রহণকরণানন্তর পরম প্রীতি সহকারে মহিষীর নিকট প্রদান করিলাম। তদনন্তর একদা আমি একাকী মন্ত্রভবনে উপবিষ্ট হইয়া নিবিষ্টচিত্তে এই কন্যার জন্মবৃত্তান্ত চিন্তা করিতেছি, এরূপ সময়ে দেবর্ষি নারদ বীণাযন্ত্রসংযোগে অমৃতময় হরিগুণগান করিতে করিতে মৎসমীপে উপনীত হইলেন! আমি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক অভিবাদনানন্তর তদীয় চরণ পূজা করিয়া উপবেশনা-সন প্রদান করিলাম, এবং তিনি উপবিষ্ট হইলে উপবেশন করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। দেবর্ষি সহাস্যবদনে বলিলেন, রাজন্! তোমার অবগতির নিমিত্ত অদ্য এক পরম গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করিব। পরমাত্মা হৃষীকেশ ভূভারহরণমানসে চারি অংশে বিভক্ত হইয়া, মনুষ্য-রূপ ধারণপূর্ব্বক, দশরথগৃহে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন। আর যোগমায়া নারীরূপিণী হইয়া সীতারূপে তোমার গৃহে বিরাজ করিতেছেন। অতএব তুমি রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রকেই সীতা সমর্পণ করিবে। এই বলিয়া দেবর্ষি আকাশপথে প্রস্থান করিলেন এবং আমিও কি উপায়ে রামকরে সীতা সম্প্রদান করিব, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলাম। ক্ষণকাল পরে বিশ্বেশ্বর-ধনু পণ রাখিব, স্থির করিলাম, এবং বিবাহকালে তাহাই করিয়াছিলাম। রাম! নারায়ণ!

আজি তোমার করে লক্ষ্মীকে সমর্পণ করিয়া আমার জন্ম সফল হইল। তোমার কৃপাকটাক্ষে ব্রহ্মা সৃষ্টিচক্রের প্রবর্ত্তক, ইন্দ্র স্বর্গাধিপতি, এবং বলি রাজা দনুজাধিপ হইয়াছেন; ঐ চরণারবিন্দরেণুস্পর্শে অহল্যা অনায়াসে পতিশাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন; ঐ পাদপদ্মধ্যাননিরত যোগিগণ অনায়াসে ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। রাম! তোমার গুণগান করিয়া জীবগণ অনায়াসে ভবযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পায়। পতিতপাবন! দীনবন্ধো! অন্তিমে যেন ঐ যুগলরূপ দর্শন করিতে পাই। মাগো দীনতারিণি! দয়াময়ি! চরমে যেন ঐ পরমপদপ্রদানে কৃপণতা করিও না। মাগো! অন্তিম দিবসে যেন সীতারাম সীতারাম বলিতে বলিতে প্রাণবহির্গত হয়। এইরূপে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর সকলে পরমানন্দে স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন।

অনন্তর পর দিবস প্রাতঃকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথ প্রভৃতিকে সম্ভাষণ করিয়া উত্তর পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন এবং মহারাজ দশরথ মহিষী, বশিষ্ঠপ্রমুখ ঋষিবৃন্দ, এবং পুত্রচতুষ্টয় ও অভিনব বধূগণ সমভিব্যাহারে অযোধ্যা-গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বিদেহপতি এই সংবাদ অবগত হইয়া রামচন্দ্রকে বহুসংখ্যক দাস দাসী ও গজ রথাদি, এবং সীতাকে নানাবিধ বহুমূল্য মণিমাণিক্যখচিত বসন-ভূষণাদি প্রদান করিলেন। পরে তাঁহাদিগের প্রস্থান-কাল উপস্থিত হইলে, তিনি বিহিত সম্মান সহকারে বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ ও সভ্রাতৃপিতৃক রামচন্দ্রের যথোচিত

সম্ভাষণ করিলেন এবং জনকরাজমহিষীও সসম্ভ্রমে কৌশল্যার পূজা সমাপন করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। মিথিলাপুরী সীতাহীন হইয়া দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইল।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনন্তর মহারাজ দশরথ স্বীয় পরিবারবর্গ ও বশিষ্ঠপ্রমুখ ঋষিগণ সমভিব্যাহারে, মহোৎসবে, অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান পূর্ব্বক যোজনত্রয় অতিক্রম করিলে পর, পথিমধ্যে নানাবিধ অশুভ চিহ্ন নয়নগোচর হইতে লাগিল। পক্ষিগণ রথচূড়োপরি উড্ডীয়মান হইয়া ভীতিব্যঞ্জক স্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল, মৃগগণ ভয়াকুলিতচিত্তে তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া দক্ষিণেতর ভাগে গমন করিতে লাগিল, শিবাগণ বিকট চীৎকার করিতে করিতে তাঁহাদিগের বামেতর ভাগে প্রধাবিত হইতে লাগিল। এদিকে, মহারাজেরও বামনেত্র স্পন্দিত হইতে লাগিল এবং অকস্মাৎ তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তিনি এবম্প্রকার অমঙ্গলসূচক চিহ্ন দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন, এবং পূজ্যপাদ বশিষ্ঠদেবকে বলিলেন, ভগবন্! এই সমস্ত আকস্মিকঘটনাদর্শনে আমি অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছি; আমার বোধ হইতেছে, অচিরাৎ কোন বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হইবে। ঊর্দ্ধাধোভাগে বিপদের চিহ্ন সকল দৃষ্ট হইতেছে, বিশেষতঃ আমার দক্ষিণেতর নয়নের অধোভাগ স্পন্দিত হইতেছে, এবং অকস্মাৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়া আমার অনুভবশক্তি যেন ক্রমশঃ বিলুপ্ত করিতেছে। আমি ইহার কোন কারণই বুঝিতে পারিতেছি না। দশরথের বচনাবসনে বশিষ্ঠদেব বলিলেন, মহারাজ! আপনার ইহাতে শঙ্কিত হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই। ঊর্দ্ধদেশে অমঙ্গলসূচক পক্ষিগণ বিকট চীৎকার

করিয়া ভয় প্রকাশ করিতেছে বটে, কিন্তু যখন মৃগগণ আমাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিতেছে, তখন আর শঙ্কা কি? বশিষ্ঠদেব দশরথকে এইরূপ বলিতেছেন, এরূপ সময়ে পবনদেব ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, প্রকাণ্ড মহীরুহসমূহকে সমূলে উৎপাটিত করিতে আরম্ভ করিল। বৃক্ষোত্তোলনপতনে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। প্রবল ঝটিকাবেগে ধূলিরাশি আকাশপথে উড্ডীয়মান হইলে, দিবাকর অমানিশার মসী-সদৃশ তিমিররাশিতে আবৃত হইলেন। সপুত্র দশরথ, কৌশল্যা, এবং বশিষ্ঠাদি ঋষিবৃন্দ ব্যতীত অন্যান্য সকলেই সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। প্রবলবায়ুতাড়িত ধূলিরাশি নাসিকারন্ধ্রে, চক্ষে ও কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে অশ্বগণ বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। অকস্মাৎ যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হইল। অনন্তর ঝটিকাবেগ প্রশমিত হইলে, সৈন্যগণ চেতনালাভ করিল। কিন্তু ক্ষণকাল-পরেই কৈলাসসদৃশদুর্দ্ধর্ষ, কালাগ্নিপ্রতিম, ইন্দ্রায়ুধপ্রভ, জটা-মণ্ডলশোভিত, রোযামর্ষসমাবিষ্ট, জ্বলন্তপাবকোপম, ধনুর্ধারী, ত্রিপুরারিসদৃশ, ক্ষত্রিয়ান্তকারী, জমদগ্নিনন্দন পরশুরামকে সমীপাগত দেখিয়া বশিষ্ঠ ও অন্যান্য শান্তিপরায়ণ বিপ্রগণ এবং রাজা দশরথ শঙ্কিতচিত্তে করযোড়ে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ভৃগুনন্দন পিতৃবধামর্ষে উত্তেজিত হইয়া বহুবার ক্ষত্রীয়কুল নির্ম্মূলকরণানন্তর এক্ষণে শান্তমন্যু হইয়াছেন, সুতরাং পুনরায় ক্ষত্রিয় বধ করা তাঁহার চিকীর্ষিত বিষয় নহে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া, বশিষ্ঠপ্রমুখ বিপ্রগণ অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক, মধুরসম্ভাষণে বলিতে লাগিলেন, ভগবন্!

আমরা বহুসৌভাগ্যফলে অদ্য পথিমধ্যে ভবাদৃশ মহাত্মার সন্দর্শন লাভ করিলাম। কিন্তু দেব! যিনি একবার ক্রোধ প্রশমিত করিয়া শমগুণান্বিত হইয়াছেন, পুনরায় ক্রুদ্ধ হওয়া তাঁহার উচিত বলিয়া বোধ হয় না। অতএব হে ভার্গব! শান্ত হইয়া এই অর্ঘ্যগ্রহণে আমাদিগকে চরিতার্থ করুন। ঋষিবৃন্দের বচনাবসানে পরশুরাম তাঁহাদিগের পূজা গ্রহণ করিয়া ক্রোধারক্তলোচনে দাশরথিকে বলিতে লাগিলেন, রাম! দাশরথে! তুমি বীর। আমি তদীয় অদ্ভুত বীরত্বের কথা শ্রুত হইয়াছি। তুমি যে বিশ্বেশ্বরপ্রদত্ত, কীটনিষ্কুষিত, জর্জ্জর ধনুক ভঙ্গ করিয়াছ, তাহাও আমি শ্রবণ করিয়াছি। তুমি কখনও মনে করিও না যে, সেই জীর্ণ ধনুক ভঙ্গ করিয়া তুমি বীরশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে। যদি তুমি আমার এই মহচ্ছরাসনে জ্যারোপণ করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব, নতুবা তোমাদের সকলকে বিনাশ করিব। আমি এই শরাসন গ্রহণ করিয়া সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছি, তুমি সত্বর ইহাতে গুণ যোজনা করিয়া স্বীয় পরাক্রমের পরিচয় প্রদান কর।

অনন্তর রাজা দশরথ ভগবান্ ভার্গবের এতাদৃশ রোষপূর্ণ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, ভয়কম্পিতকলেবরে, করযোড়ে, বলিলেন, ভগবন্! আপনি শমাত্মক ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ আপনি তপঃস্বাধ্যায়ী, প্রশান্তাত্মা ভৃগুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং ক্রোধান্বিত হওয়া ভগবানের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না। অতএব অনুকম্পাপ্রদর্শনে রোষ প্রশমিত করিয়া মদীয়াত্মজ বালক রামকে অভয়দানে আমাকে চরিতার্থ করুন।

পূজ্যপাদ! আপনি পূর্ব্বকালে ঋচীক, চ্যবনাদি পিতৃপুরুষগণের সম্মুখে আর যুদ্ধ করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়া ভগবান্ কশ্যপকে বসুন্ধরা দানকরণানন্তর বিজন বিপিনে প্রবেশ পূর্ব্বক তপস্যানিরত হইয়াছিলেন। এক্ষণে আমার সর্ব্বনাশ করিবার নিমিত্ত কেন পুনরায় যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? হে ভৃগুবংশাবতংস! প্রসন্ন হউন। কৃপাপ্রদর্শনে শরণাগতকে পরিত্রাণ করুন। মদীয়াত্মজ বালক রামকে বিনাশ করিয়া আপনার কিছুমাত্র পৌরুষবৃদ্ধি বা ইষ্টসিদ্ধি হইবে না; বিশেষতঃ রামচন্দ্রের জীবনান্ত হইলে, আমাদিগের সকলেরই জীবনান্ত হইবে। রাজা দশরথ এই বলিয়া নিরস্ত হইলে, ভগবান্ ভৃগুনন্দন তদীয় বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক পুনরায় রামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন, হে কাকুৎস্থ! দেব-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা লোকাভিপূজিত দিব্য ধনুর্দ্বয় নির্ম্মাণ করিলে, একখানি মহাবল পরাক্রান্ত ত্রিপুরাসুরকে বধ করিবার নিমিত্ত দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রদত্ত হইয়াছিল, তুমি সেই ধনুক ভঙ্গ করিয়াছ। আর মদীয়হস্তস্থিত এই প্রকাণ্ড দ্বিতীয় ধনুঃ ভগবান্ বিষ্ণুকে দান করা হইয়াছিল। আমার পূর্ব্ব-পুরুষগণ যথাশাস্ত্র ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করিয়া ভগবানের নিকট হইতে ইহা প্রাপ্ত হয়েন। রাম! এই দুর্দ্ধর্ষ ধনুকও সর্ব্বাংশে তাহারই সমান। রাঘব! যদি তুমি ইহাতে গুণ-যোজনা করিতে পার, তাহাহইলে আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব, নতুবা তোমাকে সপরিবারে বিনাশ করিব। তুমি সেই জীর্ণ ধনুর্ভঙ্গ করিয়া অতীবগৌরব সহকারে স্বভবনে গমন করিতেছ, কিন্তু এই তোমার আনন্দের শেষ মুহূর্ত্ত,

এখনই তোমার সমস্ত আশাভরসা নির্ম্মূল হইবে। এই কথা বলিয়া প্রভূতেতেজঃপুঞ্জসম্পন্ন ভগবান্ ভৃগুকুমার ঘোরতর হুহুঙ্কার ছাড়িতে লাগিলেন। তাঁহার এবম্প্রকার তেজঃপূর্ণ বাক্যশ্রবণে সৈন্যগণ স্তম্ভিত হইল।

কৌশল্যা জমদগ্নিতনয়ের এবম্বিধ ভীতিপূর্ণ বাক্যাবলি শ্রবণগোচর করিয়া কম্পান্বিতকলেবরে করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, দেব! আমাদিগকে রক্ষা করুন। বালক রামের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন। ভগবন্! সমগ্র রঘুকুলজীবন রাম-জীবনের উপর নির্ভর করিতেছে। ভার্গব! অকারণ আমা-দিগের জীবননাশ করিয়া আপনার কোন প্রকার অভীষ্টই সংসাধিত হইবে না, বরং এতৎকার্য্যজনিত আপনার অপযশ ত্রিভুবনে ঘোষিত হইবে। হে কার্ত্তবীর্য্যান্তকারিন্! আপনি মহাবীর, আমার রাম অতি অল্পবয়স্ক, যদি অনবধানতা প্রযুক্ত কোনও অপরাধ করিয়া থাকে, তবে অনুকম্পাপ্রদর্শনে তাহা মার্জ্জনা করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। এই বলিয়া রামজননী গললগ্নীকৃতবাসে তদীয় মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রোষজ্বলিত জামদগ্ন্য তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া পূর্ব্ববৎ বারম্বার হুহুঙ্কার ছাড়িতে লাগিলেন। সেই ভীষণ হুঙ্কারশব্দশ্রবণে প্রতাপশালী, ভগবান্ দাশরথি ক্রোধব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন, ভার্গব! আমি বিশেষরূপে তদীয় বিক্রম অবগত আছি, তুমি ক্রোধাভিভূত হইয়া কয়েক বার যে পৃথিবী নিক্ষত্রিয়া করিয়াছ, তাহাও আমার অবিদিত নাই। কিন্তু অদ্য তুমি ক্ষত্রিয়তেজঃ উপলব্ধি করিতে পারিবে। আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমার

জীবননাশ করিতাম, কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণ, সুতরাং অবধ্য; সেই নিমিত্তই তোমার জীবন রক্ষা হইল; নচেৎ অদ্য তোমার দেহে বহুসংখ্যক জন্তুর উদরপূর্ত্তি হইত। যাহা হইক, ভৃগুকুমার! তদীয় দিব্য ধনুক আনয়ন কর, আমি এখনই তাহাতে গুণযোজনা করিয়া মদীয় বিক্রমের পরিচয় প্রদান করিতেছি। এই বলিয়া রামচন্দ্র ভার্গবের নিকট হইতে ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক, তাহাতে জ্যারোপণ করিয়া, শরসন্ধান করিলেন এবং তদীয় শরীর হইতে বিষ্ণুতেজঃ আকর্ষণ-করণানন্তর তাঁহাকে শক্তিহীন করিয়া বলিতে লাগিলেন, ক্ষত্রিয়ান্তকারিন্! জামদগ্ন্য! তুমি অবধ্য ব্রাহ্মণ, এবং আমার পূজ্য, তজ্জন্যই আমি এই শরপ্রহারে তোমার জীবননাশ করিলাম না, কিন্তু আমি এতদ্দ্বারা তোমার স্বর্গ-গমনপথ রুদ্ধ করিব। শরীর হইতে বিষ্ণুতেজঃ অন্তর্হিত হইলে, ভৃগুনন্দন তেজোহীন হইয়া রামকে বলিতে লাগিলেন, হে মানবরূপধারি-নারায়ণ! আমি আপনাকে চিনিতে না পারিয়া অপরাধ করিয়াছি। দেব! অনুকম্পাপ্রদর্শনে আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন। আপনি দেবাদিদেব, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভবদীয় শ্রীচরণ হইতে সমুৎপন্ন। আপনি ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করিতেছেন, বিষ্ণুরূপে পালন করিতেছেন এবং মহেশ্বররূপে নাশ করিতেছেন। আপনার কটাক্ষমাত্রে মাদৃশ কত শত ক্ষুদ্র জীবের সৃষ্টি ও নাশ সংসাধিত হইতেছে। দয়াময়! কৃপাসিন্ধো! আমি আপনার নিকট পরাজিত হইলে আমার কিছুমাত্র অপযশ হইবে না। ভগবন্! আমি ভবদীয় তেজে বলীয়ান্ হইয়াই গর্ব্বিত হইয়াছিলাম।

নারায়ণ! অদ্য আমার জীবন সার্থক হইল, আজি আমি আপনাকে চিনিতে পারিলাম। আপনি অনন্ত জ্ঞানময় নিরাকার পূর্ণব্রহ্ম। হে ভূতভাবন! লোকজিগীষা বশতঃ আমি যে সমস্ত পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছি, আপনি এই শরে তাহাই বিনষ্ট করুন। রামচন্দ্র প্রীতিপ্রফুল্লবদনে কহিলেন, ব্রাহ্মণ! তুমি যাহা অভিলাষ করিবে, আমি তাহাই সম্পাদন করিব। ভগবান্ ভৃগুনন্দন রামচন্দ্রের এতাবদ্বাক্যশ্রবণে প্রীত হইয়া কহিলেন, মধুসূদন! যদি মদ্বাক্যশ্রবণে ভবদীয়ান্তঃকরণে করুণারসের উদয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বর দান করুন, যেন ভবদীয় পদারবিন্দযুগলে প্রতি জন্মেই আমার অচলা ভক্তি থাকে। নারায়ণ! অন্তিম দিবসে যেন ভবদীয়-চরণদর্শনে পরাঙ্মুখ না হই। ভক্তবৎসল রামচন্দ্র 'তথাস্তু' বলিয়া হস্তস্থিত শরদ্বারা তাঁহার পুণ্যলোক নাশ করিলে, পরশুরাম মহেন্দ্রপর্ব্বতাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে মৃত্যুমুখ হইতে প্রত্যাগত দেখিয়া পরমানন্দিতচিত্তে বারম্বার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। হৃদয়ে স্থানাভাব বশতঃই যেন প্রভূত আনন্দরাশি নেত্রাসারে পরিণত হইয়া দরবিগলিত ধারায় পতিত হইতে লাগিল। কৌশল্যাও রামকে ক্রোড়ে লইয়া অবিরলবেগে বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে বারম্বার তাঁহার মুখচুম্বন ও মস্তকাঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। অরুণদেব স্বীয়বংশধুরন্ধর শ্রীরামচন্দ্রের অলৌকিক বলবিক্রমদর্শনে সহাস্যবদনে ক্রমে নভঃপ্রদেশের উচ্চতম স্থানে অধিরোহণকরণমানসে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মেদিনী আতপতাপে উষ্ণ হইতে উষ্ণতর

হইতে লাগিল। রাজা দশরথ তদ্দর্শনে অযোধ্যাভিমুখে রথ-চালনা করিতে আদেশ করিলেন। সৈন্যগণ মহোৎসাহে অযোধ্যাধিপতির জয়ঘোষণা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল, বাদ্যকরদল স্ব স্ব যন্ত্রশব্দে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রতিধ্বনিত করিয়া গমন করিতে লাগিল।

অনন্তর দিবসত্রয় অতীত হইলে, রাজা দশরথ স্বীয় রাজধানী অযোধ্যাপুরীর তোরণসমীপে উপনীত হইলেন। প্রজাবর্গ পূর্ব্ব হইতেই মহারাজের আগমনসংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনার্থ তোরণাদি সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। তোরণের উভয়পার্শ্বে কদলী বৃক্ষ ও পবিত্র সরযূসলিলপূর্ণ সুবর্ণকলস সকল সংস্থাপিত হইয়াছিল; এবং রাজপথের উভয় পার্শ্বে অশ্বত্থ, বট, দেবদারু প্রভৃতি আকাশস্পর্শী বৃক্ষসমূহ নানাবিধ সুদর্শন পুষ্পরাজিতে সুশোভিত করা হইয়াছিল। বিচিত্র বর্ণের বিবিধ বিহগকুল তদুপরি উপবেশন করিয়া, স্ব স্ব মধুরস্বরে, মহারাজকে আহ্বান করিতেছিল। পদাতিক, অশ্বারোহী এবং গজারোহী সৈন্যগণ, শ্বেত, পীত, নীল ও লোহিতাদি পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক, মহারাজের আগমনপ্রতীক্ষায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান ছিল। মধ্যে মধ্যে রাজদূতগণ উচ্চৈঃস্বরে মহারাজের শুভাগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছিল। পুরদ্বার বহুবিধ রত্নরাজিতে খচিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতেছিল। স্থানে স্থানে বহুবিধ মণিমাণিক্যখচিত পতাকাসমূহ শূন্যদেশে উড্ডীয়মান হইয়া কোশলাধিপতির জয় ঘোষণা করিতেছিল। পুরমধ্যে কোথাও রূপবতী তাণ্ডবীগণ নৃত্য করিয়া

দর্শকবৃন্দের চিত্তরঞ্জন করিতেছিল; কোথাও গায়কগণ বিবিধ যন্ত্রের সহিত কণ্ঠস্বর সংমিলিত করিয়া শ্রোতৃবর্গের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতেছিল; কোথাও ঐন্দ্রজালিক রহস্য, কোথাও অশ্বচালনা, কোথাও করিকৌতুক ইত্যাদি আমোদজনক ব্যাপার সকল সম্পাদিত হইতেছিল। রাজভাণ্ডার হইতে অজস্র ধন বিতরিত হইতেছিল এবং অসংখ্য দীনহীন ব্যক্তি দরিদ্রতার কশাঘাত হইতে মুক্ত হইয়া অশেষ প্রকারে মহারাজের মঙ্গল কামনা ও জয় ঘোষণা করিতেছিল। রাজভবনের চতুষ্পার্শ্বে মঙ্গলবাদ্য বাদিত হইতেছিল। অধিক কি, অযোধ্যাপুরী সুরলোকসদৃশ হইয়া মনোহর শোভা বিকাশ করিয়াছিল। অন্তঃপুরমধ্যেও যোগবল-সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া হোমাদি মাঙ্গলিক কার্য্য করিতেছিলেন। সুমিত্রা ও কৈকেয়ী পরমানন্দিত-চিত্তে মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অনন্তর মহারাজ দশরথ অযোধ্যাপুরে প্রবেশ করিলে, সৈন্যগণ উৎসাহ সহকারে মহারাজের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল, বাদকদল ঘোরনিনাদে বাদ্যবাদন করিতে লাগিল, প্রজাবর্গ মহানন্দে বাহূত্তোলনপূর্ব্বক জগদীশ্বরের নিকট মহারাজের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল, এবং পুরনারীগণ আনন্দে হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। রাজা দশরথ নগরীর এতাদৃশী শোভা সন্দর্শন করিয়া পরম পুলকিত হইয়া পুরদ্বারে উপনীত হইলেন। মঙ্গল-কার্য্য-নিরত ব্রাহ্মণগণ এই সংবাদ পাইবা-মাত্র আশীর্ব্বাদ করিবার নিমিত্ত দ্বারদেশে উপনীত হইলে, রাজা দশরথ ও রামপ্রমুখ কুমারগণ একে একে তাঁহাদিগকে

অভিবাদন করিলেন এবং তাঁহারা আশীর্ব্বাদকরণানন্তর সকলের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন। মহারাজ সকলকে সম্ভাষণ করিয়া পুত্রগণ সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কৌশল্যাও বধূগণকে সঙ্গে লইয়া তথায় প্রবিষ্ট হইলেন। সুমিত্রা ও কৈকেয়ী, নববধূদিগের মোহিনী মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া, যৎপরোনাস্তি আনন্দানুভব করিলেন। তদনন্তর কৌশল্যা প্রচার করিয়া দিলেন যে, সেই দিন আপামরসাধারণ সকল লোকেই নববধূদিগকে দর্শন করিতে পারিবে। এই সংবাদশ্রবণে প্রজাবর্গ দলে দলে রাজভবনে সমাগত হইতে লাগিল। পরে বধূচতুষ্টয়কে বিচিত্র বসনভূষণে শোভিত করিয়া একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে আনয়ন করিলে, সকলে তাঁহাদিগের অলোকসামান্য রূপরাশিদর্শনে পরম প্রীত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রাজা, মহিষীগণ, এবং কুমারচতুষ্টয় মনের সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

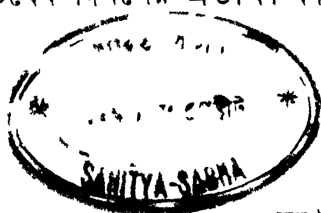
অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, এক দিবস রামচন্দ্র নানাবিধ বহুমূল্য মণিমাণিক্যখচিত পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া, স্বীয়ান্তঃপুরে সুসজ্জিত সিংহাসনোপরি উপবেশন পূর্ব্বক, সীতার সহিত কথোপকথন করিয়া, চিত্তবিনোদন করিতেছেন, এরূপ সময়ে মধ্যাহ্নতপনসদৃশতেজস্বী, হিমগৌর-জটাজূট-সমন্বিত, মহাতপাঃ, দেবর্ষি নারদ, করে বীণাযন্ত্র ধারণ করিয়া, হরিগুণ গান করিতে করিতে, ভগবদ্দর্শনমানসে আকাশপথ হইতে সেই স্থানে অবতরণ করিলেন। রাম ও সীতা শারদ-শশীসদৃশ নির্ম্মল, উজ্জ্বলকান্তি, দিব্যদর্শন, মহর্ষি নারদকে সহসা এরূপ অতর্কিতভাবে আগমন করিতে দেখিয়া, চকিতচিত্তে

গাত্রোত্থানানন্তর, পরম প্রীতি ও ভক্তি সহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া, সাদরসম্ভাষণে কহিলেন, ভগবন্! মাদৃশ সংসারাসক্তচিত্ত জনগণের পক্ষে ভবাদৃশ বিশুদ্ধচেতাঃ পুরুষের দর্শনলাভ অতীব সৌভাগ্যের বিষয়। কারণ বিষয়াসক্তি আমাদিগের চিত্তকে এরূপ অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে যে, ধর্ম্মচিন্তা অন্তরে স্থান না পাইয়া দূরে পলায়ন করিয়াছে। এরূপ সময়ে ভগবানের সন্দর্শনলাভে বোধ হইতেছে যে, ইহা আমার পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত প্রভূত পুণ্যরাশির ফল। যাহা হউক, অদ্য আমি ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া পরম পবিত্র ও যৎপরো-নাস্তি প্রীত হইলাম। এক্ষণে কৃপাপ্রদর্শনে শুভাগমন-কারণ জ্ঞাপন করিয়া চরিতার্থ করুন। পবিত্রচেতাঃ দেবর্ষি নারদ রামচন্দ্রের এরূপ মনুষ্যসদৃশ ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, দেব! আপনার বাক্‌চাতুর্য্যে আমি কখনই বিমোহিত হইব না। ভগবৎপ্রসাদে আমার কিছুই অজ্ঞাত নাই। আপনি যে আপনাকে সংসারী বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন, তাহা মিথ্যা নহে; কারণ, ত্রিভুবনরূপ গৃহমধ্যে আপনি সর্ব্বপ্রধান গৃহস্থ; জগতের আদিকারণ মহামায়া আপনার গৃহিণী। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি দেবগণ ও সমস্ত জীব আপনাদিগের সন্তান। হে কমললোচন! আপনি বিশুদ্ধ পুরুষ, সীতাদেবী পরমা প্রকৃতি। প্রকৃতি পুরুষ ব্যতীত জগতে কিছুই নাই। হে রঘূত্তম! এই জগতে প্রাণিসমূহ জাগ্রৎ, সুষুপ্ত ও স্বপ্নাবস্থায় যে সমুদায় কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার কিছুই আপনার অবিদিত নাই, আপনি সর্ব্বসাক্ষী ও সমস্ত কার্য্যের ফলদাতা। হে প্রভো! এই

জগৎ আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, আপনাতেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং পুনরায় আপনাতেই বিলীন হইবে। হে জ্ঞানময়! আপনি পরমাত্মা। সংসারাসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণ আপনার স্বরূপ অবগত হইতে না পারিয়া সংসারান্ধকারে ঘূর্ণিত হইয়া থাকে। জগদীশ্বর! আপনাকে অবগত হইতে পারিলেই জীবের অজ্ঞানরাশি বিদূরিত হইয়া বিমল জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিকাশিত হয়। নারায়ণ! ভবদীয় কৃপা ব্যতীত সেই পরম জ্ঞানলাভের অন্য কোন উপায় নাই। কৃপাসিন্ধো! ভক্তবৎসল! অনুকম্পাপ্রদর্শনে মদীয়ান্তঃকরণে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকাশিত করিয়া কৃতার্থ করুন।

এইরূপ কথোপকথনানন্তর দেবর্ষি নারদ বলিলেন, প্রভো! পিতা কমলযোনি কতকগুলি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় আপনাকে জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত আমাকে ভবৎ-সকাশে প্রেরণ করিয়াছেন। ভগবন্! আপনি দেবদ্বেষী প্রবল প্ররাক্রান্ত রাবণের বিনাশসাধনার্থ ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু সম্প্রতি বৃদ্ধ মহারাজ আপনাকে যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার বাসনা করিয়াছেন এবং বোধ হয় সত্বরই তাহা কার্য্যে পরিণত করিবেন; অতএব আপনি যদি রাজ্যসুখভোগে বিমুগ্ধ হইয়া রাক্ষসাধমের সমূলোচ্ছেদ না করেন, তাহা হইলে আপনার পৃথিবীতে আসিবার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে না। রামচন্দ্র নারদের এতাবদ্বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া সস্মিতবদনে কহিলেন, দেবর্ষে! আমি কিছুই বিস্মৃত হই নাই। যদি প্রাকৃত জনের ন্যায় আমি বিষয়াসক্তিতে অভিভূত হইয়া উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইব, তাহা হইলে আমাতে

ও নরলোকে প্রভেদ কি? তুমি কমলযোনিকে কহিবে যে, আমি অভিষেকদিবসে জটাবল্কলধারী হইয়া দণ্ডকারণ্যোদ্দেশে যাত্রা করিব এবং তথায় চতুর্দ্দশ বর্ষ বাস করিয়া সীতা-হরণাপরাধে রাবণকে সবংশে বিনাশকরণানন্তর স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। দেবর্ষি, রামচন্দ্রের এতাবদ্বাক্য শ্রবণ-গোচর করিয়া, পরমানন্দিতচিত্তে, বারত্রয় তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করণানন্তর অভিবাদন করিয়া, বীণাযন্ত্র সহযোগে হরিগুণ গান করিতে করিতে আকাশপথে সমুত্থিত হইলেন। রামচন্দ্র সীতাসহবাসে পরমানন্দে কালক্ষেপ করিতে করিতে অভিষেক-দিবসের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।



সমাপ্ত।

OPINIONS.

The Calcutta Training Academy, 80 Cornwallis Street.

I have gone through the manascript of Mr. S. Ganguli's "Baidehi Bivaha" or marriage of Sita and have found it a very useful book in Bengali, well suited to the wants and capacity of third class boys of our English Higher Schools. The book, if neatly got up, ought to be employed as a text-book in every school of Bengal. I have formed a very high opinion of it and will surely introduce it in our Academy.

The 27th November, 1889.

HARI CHARAN MITTER,
Genl. Supdt., C. T. Academy.

The Bagbazar Model School, 29, Bosepara Lane, Calcutta, the 16th January, 1890.

Although I had not sufficient time to go through the whole of the book—"Baidehi Bibaha" by Babu Sashadhar Gangapadhyaya—yet from glimpses of passages here and there, I believe it speaks well as the first attempt of the author at Educational works and may have a place among class-books in Anglo-Sanskrit and Anglo-Vernacular Schools.

BEHARI LALL SUR, B. A.,
Head master.

Kushtea, January 12th 1890.

Babu Sasodhar Ganguli's "Baidehi Bibaha" will prove a very useful book to the boys of our Vernacular schools. It may be safely introduced as a text-book in our English schools also. The language is dignified and elegant, and the style clear and interesting. I have no doubt the book will be welcomed by our Bengali-reading public also

AMVIKA CHARAN MUKHERJI,
Head Master, Kushtea H. E. School

Udayanarayanpur, dated the 28th March 1889

I have gone through Babu Sasodhar Ganguly's "Baidehi Bibaha". It is an excellent and useful prose production. Its language is lofty and elegant and the plot not complicated. It can be safely introduced as a text-book in the Vernacular schools and in the lower classes of the Higher Class English Schools of the Calcutta University.

UMES CHANDRA MUKHOPADHYAY, B. A.

Head Master, Udayanarayanpur H. E. School &
Late Head Master of the Sonamukhi J. H. E. School (Bankura.)

I have been much pleased to go through Babu Sasodhar Ganguli's "Baidehi Bibaha" with its high, dignified and elegant style. The book seems a useful interesting piece of literary production. It may be safely introduced in all the English and Vernacular schools.

BURDWAN,
The 25th Jan. 1890.

BIRENDRA NATH GANGULY, B. L

বৈদেহী-বিবাহ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহা আমাদের এণ্ট্রান্স স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। ইহার ভাষা প্রাঞ্জল ও অলঙ্কারাদিদোষবিবর্জ্জিত। আশা করি, বিশুদ্ধভাবে মুদ্রিত হইলে, আমাদের স্কুলে প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়,
বাবুলিয়া জয়মণি শ্রীনাথ উচ্চ শ্রেণীর
ইংরাজীস্কুলের সম্পাদক।

Dated, Calcutta the 13th January 1889.

Babu Sasodhor Gangoly's *Baidahi Bibaha* is an interesting literary prose-work. It is a store-house of a good many choice words in the Bengali Literature. The story is related in a good style. Its language and style shall prove very useful and instructive to Vernacular students.

TROILOKYA NATH CHAKRABUTTY, B. A

I have the pleasure in recommending Babu Shashadhar Gangnly's Baidehi Bibaha, a prose work in Bengali, as a text book for middle-class English schools. The book may also be safely introduced in H. C. E. Schools. The style of the book is dignified, thoughts deep, and expressions clear. I have no doubt it will prove an improvement to the existing Bengali literature.

ASHUTOSH MUKERJEE, B. A.
